একক ১ □ ফরাসি বিপ্লব কী ও কেন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ ফরাসি বিপ্লব কী ও কেন

১.২.১ ফরাসি বিপ্লব — আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১.২.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

১.২.৩ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ফরাসি বিপ্লব

১.২.৪ পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা

১.২.৫ অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি দর্শন ও ফরাসি বিপ্লব

১.২.৬ বারোঁদ্রা মন্তেস্কুই (১৬৮৯-১৭৫৫)

১.৩ সারাংশ

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে যে বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল :

- ফরাসি বিপ্লব কী পশ্চিমি বা আটলান্টিক বিপ্লব?
- ফরাসি বিপ্লবের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
- অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি দর্শন ও ফরাসি বিপ্লব
- ফরাসি বিপ্লবের কারণাবলী

১.১ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) শুধু ফ্রান্সের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী আজ সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য। এই যুগান্তকারী বিপ্লবের বীজ সন্ধান করতে হবে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পট-পরিবর্তনের মধ্যে। ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্র ও অভিজাত সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি এক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবের নেতৃত্বে বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে থাকলেও হাতেনাতে লড়াই করেছিল, শ্রমিক ও কৃষক।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স ছিল এক সমৃদ্ধ দেশ। কৃষির উন্নতির দরুন জনসংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি ছিল। রেশম, বস্ত্র, শর্করা, খনি ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক রমরমার ভিত্তি ছিল ভঙ্গুর। বিপ্লবের আগে এক দশক ধরে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। দু-তিন বছর ফসল ভালো হয়নি। ১৭৮৭ খ্রি. অজন্মার সঙ্গে মড়ক দেখা দিয়েছিল। দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করত। তার মধ্যে ৬৬ শতাংশ ছিল কৃষক। জমির মালিকানা ও সামন্ততান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বিরোধ ছিল কৃষকশ্রেণীর প্রধান সমস্যা। চাষি-গৃহস্থ, ভাগ-চাষি ও দিন মজুরদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ছিল।

প্রাক্‌বিপ্লবী যুগের শ্রমিক শহরের সাঁ-কুলোৎ শ্রেণি ঠিক সর্বহারা ছিল না। এদের এক চতুর্থাংশ ছিল ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিক। তাদের বড়ো সমস্যা ছিল মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মজুরি বৃদ্ধির বাধা। উচ্চতর শ্রেণির কাছে 'ছোট লোক' (Menu peuple) বলে পরিচিত। বাজার থেকে খাদ্য উধাও হবার ফলে তাদের উত্তেজনার পারদমাত্রা ঊর্ধ্বগামী হয়েছিল। আসলে, সব অসন্তোষ সব অশান্তির মূলে — ক্ষুধা — সর্বব্যাপী ক্ষুধা। দেশের অর্থনৈতিক সংকট যখন চরমে তখনি ১৭৮৯ খ্রি. ৫ মে স্টেটস জেনারেল আহ্বান করেন ফরাসিরাজ ষোড়শ লুই।

অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলন (Enlightenment) বহু মনীষীর দীর্ঘ সাধনার ফলশ্রুতি। মন্তেস্কু, ভলটেয়ার ও রুশো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা প্রসারিত করেছেন মানুষের মনের আকাশ—মানুষের ভেতরের অন্ধকারকে আলোকিত করেছেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয়। এদের বৈপ্লবিক বাণী শোনার পর তৃতীয় এস্টেটের মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আসলে যে অর্থনৈতিক সংকট পুরনো জমানার স্তর-বিভক্ত সমাজের মূলভিত্তি চূর্ণ করে সর্বত্র উথাল-পাতাল কাণ্ড বাধিয়েছিল, তা দার্শনিকদের চিন্তাধারা থেকে সরাসরি সৃষ্ট হয়নি। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে, বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা পুরাতন ব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেটের আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছিল ও তৃতীয় এস্টেটকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল।

১.২ ফরাসী বিপ্লব কী ও কেন

ফরাসি ঐতিহাসিক আলেকসি দ্য তকভিল (Alexis de Tocqueville) তাঁর গ্রন্থ The Old Regime and the French Revolution-এ মন্তব্য করেছেন, ফরাসি বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন ও উদারনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন। অর্থাৎ বিপ্লব একাধারে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধ্বংস করে ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই বিপ্লবের তাৎপর্য নির্ণয় করতে হলে সাম্প্রতিক গবেষকদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচয় দরকার। সাম্প্রতিক কালে গবেষক জ্যকস্

গোদসো ও মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট পামার এই বিপ্লবকে এক দীর্ঘস্থায়ী ইউরোপীয় বিপ্লবের ফরাসি অধ্যায় রূপে বর্ণনা করেছেন। এই সব গবেষকদের মতে, ফরাসি বিপ্লব মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ যাকে পশ্চিমি বিপ্লব বা আটলান্টিক বিপ্লব অভীধায় চিহ্নিত করা যায়। বিশিষ্ট ফরাসি জননায়ক বারনেভ (Bernave)-এর দৃষ্টিতে ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্বেই দেশ-কাল-উত্তীর্ণ চরিত্র ধরা পড়েছিল। এই বিপ্লব ইউরোপীয় বিপ্লবেরই শেষ পরিণতি, সমগ্র ইউরোপের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পট-পরিবর্তনের মধ্যেই বিপ্লবের বীজ সন্ধান করতে হবে।

১.২.১ ফরাসী বিপ্লব — আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

অষ্টাদশ শতকে প্রাক্-বিপ্লবী ফরাসি সমাজ তিনটি স্তর (Estate)-এ বিভক্ত ছিল। যাজকদের বলা হত প্রথম এস্টেট, অভিজাতদের দ্বিতীয় এস্টেট এবং বাদবাকি জনসাধারণকে তৃতীয় এস্টেট-এর অন্তর্ভুক্ত করা হত। ফরাসি সমাজের স্তর বিন্যাসের মূলে ছিল সামন্ত প্রথা জনিত আইনগত অধিকারের তারতম্য। ফরাসি সমাজের প্রথম দুটি এস্টেট সমগ্র জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলেও অর্থ সম্পদ ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে এরা জাতি ও জীবনে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই যাজক ও অভিজাত শ্রেণি ছিল ফরাসি সমাজে সুযোগ ও সুবিধাভোগী ও অপরদিকে তৃতীয় এস্টেট ছিল ফ্রান্সের জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণি যারা সকল প্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত।

প্রথম এস্টেটের মধ্যে ধনী ও প্রভাবশালী বিশপ ও আর্চবিশপের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত সাধারণ গ্রাম্য প্যারিসের (Parish) যাজক শ্রেণিও ছিল। সেইজন্য এস্টেট কথাটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চেয়ে আইনগত অধিকারের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। রাজতন্ত্রের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও জনগণের ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার ওপর এদের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই নিরঙ্কুশ প্রভাবের নেপথ্যে ছিল দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বিজড়িত যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে কর্তৃত্বের স্বীকৃতি। চার্চের ধর্মীয় কর্তৃত্ব ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিপূরক তথা স্বৈরাচারী শাসনের ভিত্তি রূপ। এছাড়া চার্চ রাষ্ট্রের আর্থিক সহযোগিতা দানের বিনিময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে সমর্থন যোগাত। সর্বশেষে যাজক তথা ফরাসি চার্চ সমকালীন চিন্তাধারার নতুন প্রসারকে রোধ করার ফলে দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সমাজে যাজক সম্প্রদায়ই ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী ও বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত। সে কারণেই চার্চ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত হয়।

ফরাসি সমাজে দ্বিতীয় এস্টেট, অভিজাত শ্রেণির সংখ্যা ছিল প্রায় লক্ষাধিক। সমগ্র ফ্রান্সে এক পঞ্চমাংশ জমি ছিল এদের মালিকানাভুক্ত। এদের রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ছিল অসংখ্য। তারা সকল প্রকার কর থেকে অব্যাহতি পেত। অন্যদিকে সকল প্রকার সরকারি পদগুলি ছিল এদের একচেটিয়া। তবে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে অন্তর্বিরোধ ছিল যথেষ্ট। অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল অসিধারী গোষ্ঠী। ফরাসি সনাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এদের নীচে ছিল পোশাকি অভিজাত গোষ্ঠী। যারা সরকারি পদ অতীত কালে কিনে তার সঙ্গে পেয়েছিলেন বিশেষ অভিজাত পোশাক পরার অধিকার। অসিধারী ও পোশাকি অভিজাতদের মধ্যেও বিরোধ ছিল। বিরোধ ছিল দরবারী অভিজাত ও প্রাদেশিক অভিজাতদের মধ্যেও। বনেদি ও নতুন সরকারি চাকুরে অভিজাতদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ছাড়াও নৈতিক অধঃপতন ও দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল অহেতুক বিলাস ব্যসন, আড্ডা ও জুয়া খেলার প্রভাবে। শিক্ষিত জনমত পরগাছারূপী অভিজাত শ্রেণির কঠোর সমালোচনা করত। কৃষক শ্রেণিও সামন্ত প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করে।

ফরাসি সমাজের সর্বনিম্নেই ছিল বিশেষ অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ। এরা দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং কৃষক শ্রেণি। মোটামুটিভাবে কুটির শিল্পী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় (সাঁকুলোৎ শ্রেণি) ছিল এই কৃষক শ্রেণি ভুক্ত। ফরাসি সমাজে সবচেয়ে বেশি আলোকপ্রাপ্ত ও সচেতন শ্রেণি ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অষ্টাদশ শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়ের দুটি প্রধান উৎস ছিল— ব্যাবসা বাণিজ্য এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাধীন পেশা। ধনিক, বণিক, ব্যাংক মালিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সরকারি কর্মচারী, কারিগর এবং দোকানদার প্রভৃতি নানা জীবিকার লোক মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে ফরাসি মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে। রাজপথ নির্মাণ ও খাল খননের ফলে ফ্রান্সে ব্যাবসা বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সরকারি রসদ সরবরাহ করে এরা প্রচুর অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে। দূরবর্তী উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমেও এরা ধনী হয়। প্রাক্ বিপ্লবী ফরাসি সমাজেও কৃষি-বহির্ভূত অর্থনৈতিক বিনিয়োগে এদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শিল্পপতি থেকে শুরু করে স্বাধীন কারিগর সকলেই ছিল বুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীরাই তৃতীয় এস্টেটের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। জ্ঞানদীপ্ত যুগের আলোকপ্রাপ্ত ও সনাতন সংস্কার মুক্ত মধ্যবিত্তরাই ছিল ধর্মীয় উৎপীড়ন ও নির্যাতনের কঠোর সমালোচক। বাক্-স্বাধীনতা হরণ ও জনগণের কণ্ঠরোধ করার জন্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে এরাই সোচ্চার হয়। স্বভাবতই এদের কাছ থেকে বিপ্লবী নেতৃত্ব এসেছিল। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্ব (১৭৮৯-৯৫) প্রধানত বুর্জোয়াদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল।

১.২.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ফ্রান্সের জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত ছবি তুলে ধরা কঠিন। তবে ফ্রান্সের পরিস্থিতি যে বেশ মারাত্মক হয়ে উঠেছিল এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু ফ্রান্সের রাজকোষই নিঃশেষ হয়ে যায়নি, ফরাসি আর্থনীতিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল অবসন্ন ও দুর্বিষহ। সমকালীন ফরাসি অর্থমন্ত্রী নেকারের গ্রন্থ "আর্থনীতিক পর্যালোচনা" থেকে জানা যায় যে, ফরাসি জনগণ সরকারকে মোট ৫৮৫ মিলিয়ন লিভর কর দিত। প্রাক্ বিপ্লবী কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের উপর সমানুপাতিক কর বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল না। সেই সময় প্রায়ই যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হত যে, রক্ত দিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায় শোধ করে থাকে, অর্থ দিয়ে নয়। ফরাসি কর ব্যবস্থা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাপিতাসিওঁ (Capitation) ছিল ফরাসি জনগণের ওপর নির্দিষ্ট মাথা পিছু কর যাকে আধুনিক কালে আয়কর হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ফরাসি জনসাধারণকে ২২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে এ কর আদায় করা হত। ভ্যাঁতিয়েম (Vingtiem) ছিল ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তির ওপর বিশ শতাংশ হারে কর। পরে অবশ্য এই কর দশ থেকে এগারো ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অভিজাত শ্রেণি তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ও আইনের সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে বহু ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দিত। কৃষক, শ্রমজীবী ও জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করের হাত থেকে রেহাই পেত না। ফলে কৃষকদের আয়ের পাঁচ ভাগের চারভাগ নিঃশেষিত হত। স্বভাবতই প্রত্যক্ষ কর দেওয়ার ব্যাপারে কৃষকদের মনোভাব ছিল নিছক নেতিবাচক।

প্রধান পরোক্ষ কর লবণ কর, আবগারি কর, নগর শুল্ক ও আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক প্রভৃতি করগুলি ছিল অসংগত ও জবরদস্তিমূলক। লবণ করের জন্য ক্রেতাকে লবণের মূল্য দামের চাইতে ৫০-৬০ ভাগ বেশি দামে লবণ ক্রয় করতে হত। আবগারি কর শুধুমাত্র মাদক দ্রব্য নয়, বিদেশ থেকে আমদানি করা সকল পণ্যের উপরই ধার্য করা হত। এক নগর থেকে অন্য নগর অথবা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে পণ্য পরিবহণের সময় শুল্ক ধার্য করা হত। অন্যান্য পরোক্ষ করের

মধ্যে তামাকের একচেটিয়া ব্যাবসা, ডাক টিকিট, যানবাহন ও উত্তরাধিকার স্বত্বের উপর কর আদায় করতেন এক শ্রেণির বেসরকারি ইজারাদার।

প্রাক্ বিপ্লবী কর ব্যবস্থা ছিল নির্যাতন মূলক। এই ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণি এই সকল কর থেকে অব্যাহতি পেলেও সাধারণ অসহায় মানুষের ওপর করের বোঝা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। এই কর প্রথা বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির পথকে রুদ্ধ করত। ফলে ফরাসি সরকার দীর্ঘদিন ধরে এক বিপুল পরিমাণ জাতীয় ঋণের মাধ্যমে সরকারি আয়ের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করত। ঋণের বোঝা হ্রাস করার জন্য ফরাসি সরকার পদ, উপাধি, সম্মান ও পৌর অধিকারও বিক্রয় করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতেন। ফরাসি রাজ চতুর্দশ লুই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি রূপায়ণের জন্য যে বহু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তা থেকেই ফ্রান্সের আর্থিক ঘাটতি শুরু হয় যা পরবর্তীকালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল। তবে শান্তির সময়ও রাজকোষের অভাবের মূল কারণ ছিল অভিজাত শ্রেণির তদানীন্তন কর ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধাভোগ।

১.২.৩ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ফরাসি বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফরাসি রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার ও একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়। ফরাসি রাজতন্ত্র সপ্তদশ শতকে এক নিরংকুশ স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। বুঁর্বো রাজারা ছিলেন একাধারে প্রশাসন আইন ও বিচার বিভাগের নিয়ামক। ফরাসি যাজক, অভিজাত ও সাধারণ মানুষের যে প্রতিনিধি সভা এস্টেট জেনারেল (Estates General) ফ্রান্সে গড়ে উঠেছিল তার কোনো অধিবেশন ১৬১৪ সালের পরে অনুষ্ঠিত হয়নি। উনিশ শতকের জননায়ক লা মার্টিন মন্তব্য করেছেন, "জাতির দৃষ্টিতে রাজা ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর এবং তাঁকে মেনে চলাই ছিল ধর্ম"। রাজার বিরুদ্ধে কোনোরূপ রাজনৈতিক সমালোচনা সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন অথবা মানুষের জন্মগত অধিকারের দাবি স্বীকৃত ছিল না। তবে প্রাক্-বিপ্লবী ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী ঐতিহ্য ছাড়াও প্রশাসন যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা সর্বত্রই লক্ষিত হয়। তাছাড়া ফ্রান্সের আমলাতন্ত্র, শুল্ক ব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবস্থা ও ওজন মাপার মানদণ্ডের মধ্যে স্থানীয় বৈচিত্র ছিল।

প্রাক্ বিপ্লব ফরাসি প্রশাসনের আর-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সার্বজনীন আইনবিধির অভাব। ফ্রান্সের তখন প্রায় চারশো রকমের আইন প্রচলিত ছিল। ফলে ফ্রান্সে এক স্থানের আইন, অন্যত্র স্বীকৃতি পেত না। বিচার ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত জটিল ও মন্থর। দণ্ডবিধিও ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক। বিচারকরা উত্তরাধিকরা সূত্রে তাদের পদে নিযুক্ত হতেন। ফ্রান্সের সবচেয়ে উচ্চ আদালত ছিল প্যারিসের পার্লেমেন্ট (Parlement) ফলে প্রাক্ বিপ্লবী ফ্রান্সের সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিভেদ প্রথার প্রতিফলন প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যেও লক্ষ্য করা যেত। ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই যে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন তা দুর্নীতিপরায়ণ, দায়িত্বজ্ঞানহীন। পঞ্চদশ লুই-এর আমলে রাজ সিংহাসন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও তিনি তাঁর পুরাতন ঐতিহ্য ও সনাতন বিধি ব্যবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হননি। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চদশ লুই-এর পৌত্র ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তার সদিচ্ছা ও উদারতা সত্ত্বেও স্বাভাবিক প্রশাসনিক দক্ষতা ও দৃঢ়তার অভাব ফরাসি প্রশাসনের সামগ্রিক উন্নতি বিধানে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর শাসন কালে প্রথম সাত বছর তুর্গো, নেকার ও ক্যালোন প্রভৃতি কয়েকজন মন্ত্রী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন তা রাজার আন্তরিকতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। রাজার সংস্কার কর্মসূচির ব্যর্থতা রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেণির জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক দুর্বল করে ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে যার ফলে ফরাসি বিপ্লবের পথ সুগম হয়।

১.২.৪ পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটেছিল। তবে এযুগের বহু রাজা একাধারে স্বৈরাচারী অপর দিকে জ্ঞানদীপ্ত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তাদের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ছিল জনগণের জন্য, কিন্তু সরকার পরিচালনায় জনগণের স্থান ছিল না। এই তথাকথিত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনযন্ত্রের মধ্যমণি ছিলেন ফরাসী রাজা ও তাঁর নিযুক্ত চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—যাঁরা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, বৈদেশিক নীতি, সমরদপ্তর ও নৌবহরের দেখাশোনা করতেন। ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সমগ্র ফ্রান্সে অসংখ্য আইনবিধি প্রচলিত ছিল। স্বৈরতান্ত্রিক রাজার নির্দেশে প্রদেশ শাসনের কর্ণধার ছিলেন ইনটেনডেন্ট (Intendant) তবে স্বৈরতন্ত্রের অনাচার ও দুর্নীতির প্রধান ক্ষেত্র ছিল রাজস্ব ব্যবস্থা, যাকে কেন্দ্র করে যাজক ও অভিজাত শ্রেণি কর থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করে। ফলে সামগ্রিক চাপটি তৃতীয় এস্টেটের উপর পড়েছিল।

পুরাতন ব্যবস্থার অধীনে ফ্রান্সের আর্থ-রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থার জটিলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা স্বাভাবিকভাবেই অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল বিপ্লবের প্রাক্‌কালে এক ব্যাপক অগ্নিগর্ভ অবস্থা। এই অবস্থার জন্য রাজার ভূমিকার উপর আলোকপাত করা দরকার। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে ফ্রান্সের রাজা সরকারি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রাখতে পারছিলেন না। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৩০,০০০,০০০ লিভর। এর মধ্যে সরকারি ঋণ বাবদ সুদের অংক ছিল ৩১৮,০০০,০০০ লিভর। ফ্রান্সের অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রথম কারণ অহেতুক ও অনাবশ্যক যুদ্ধের বিপুল ব্যয়। ১৭৪০-৪৮ সালে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩)। এ দুটি যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপুল অর্থব্যয় তার রাজনৈতিক দেউলিয়ার পথ খুলে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রশাসনের ব্যয় বৃদ্ধি ও সর্বোপরি রাজতন্ত্রের অনর্থক বিলাস ব্যসন। অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করলে কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাব তুর্গো, নেকার, ক্যালোন ও ব্রিঁয়া দিয়েছিলেন তা প্রথম দুই এস্টেটের তীব্র বিরোধিতার ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। ষোড়শ লুই ১৭৮৯ সালের ৫ মে এস্টেট জেনারেল অধিবেশন আহ্বান করতে বাধ্য হন। রাজা এস্টেট জেনারেল আহ্বান করে রাজতন্ত্রকে রক্ষার যে সুযোগ গ্রহণ করেন তা অভিজাত শ্রেণির হঠকারিতার ফলে সমাজ পুনর্গঠন তথা আমূল বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

আর্থ সামাজিক সংকট, স্বৈরতান্ত্রিক রাজশাসনে নেতৃত্বের দুর্বলতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অভিজাত শ্রেণির যেকোনো পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিরোধ, স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সে বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সম্ভাবনা বিভিন্ন ইউরোপের দেশগুলিতে দেখা দিলেও ফ্রান্সের শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সুসংগঠিত কৃষক সম্প্রদায় ও প্যারিস মহানগরীর বিক্ষুব্ধ সাঁকুলোৎ গোষ্ঠী ও সর্বশেষে ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তুলে ধরলে ফ্রান্সেই প্রথম সার্থকভাবে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত হয়।

১.২.৫ অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি দর্শন ও ফরাসি বিপ্লব

প্রাক বিপ্লবী ফ্রান্সে জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। কিন্তু নিছক দুঃখ কষ্টই তাদের বিপ্লবের পথে উদ্বুদ্ধ করেনি। বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের চিন্তাজগতে একটা বিপ্লব ঘটেছিল যদিও চিন্তাজগতে বিপ্লব হবার ফলেই বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল একথা বলা ঠিক হবে না। আধুনিক কালে প্রতিটি বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এসব বিপ্লবের পূর্বে জ্ঞান ও চিন্তাধারার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। একটা আন্দোলন প্রকৃত বিপ্লবের রূপগ্রহণ করার পূর্বে এমন আদর্শ বা মতবাদের সমর্থন প্রয়োজন, যাতে শুধুমাত্র কর্মসূচির কথা বলা হবে না। সন্ধান মিলবে এক সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নেরও।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশ বিতর্ক রয়েছে। মুনিয়ে (Mounier) নামক জনৈক ঐতিহাসিকের নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠীর লেখকরা মনে করেন যে, সনাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উদ্দেশে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাঁরা অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক সংস্কারের দাবিও তারা করেছিলেন, ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও জড়বাদী নীতির সপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে ছিলেন। অপর লেখক গোষ্ঠীর ধারণা হল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকাই বিপ্লবের প্রকৃত কারণ। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ একথা কখনও স্বীকার করা যায় না যে, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীই একমাত্র এই বিপ্লব ঘটিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উদ্ভূত এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই অসন্তোষ ও আশা আকাঙ্ক্ষার বুদ্ধিভিত্তিক প্রকাশমাত্র।

অষ্টাদশ শতকে ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী মূলত প্রচার করেছিলেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মনের সমাজও কয়েকটি সহজ ও মৌলিক প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই নিয়মগুলি যুক্তির দ্বারা গ্রাহ্য। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ যুক্তিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "Idealised bourgeois intelligence" (আদর্শাশ্রিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৌদ্ধিক প্রকাশ) সংক্ষেপে মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উদ্ভূত এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী তাদের লেখনীর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই অভাব অভিযোগ ও আশা আকাঙ্ক্ষার বুদ্ধিভিত্তিক প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর এই মানসিক বিপ্লব ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনের অংশমাত্র। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী পাণ্ডিত্য ও শানিত ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে চার্চ, রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণির বিশেষ অধিকারের তীব্র সমালোচনা করতেন। কিন্তু তাদের এই সমালোচনা ছিল অগভীর ও কল্পনাপ্রসূত। ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাছাড়া অতীত সম্পর্কে এদের জ্ঞান ও ধারণা ছিল সীমিত। ইংল্যান্ডের সংবিধান ও আর্থিক সংগঠন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে মুগ্ধ করেছিল। যদিও এ সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল নিতান্তই পরিমিত। সুতরাং বলা যেতে পারে, শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতাকে নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করে তারা ফরাসি রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূলভিত্তিকে কম্পিত করেছিলেন।

১.২.৬ বারোঁ দ্য মন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)

মন্তেস্ক্যু ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বুদ্ধিজীবী ত্রয়ী মন্তেস্ক্যু, ভলতেয়ার ও রুশোর অন্যতম। তিনি উদারনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে একদিকে নিউটন অপরদিকে জন লকের অনুগামী ছিলেন। তাঁর আলোচনার পদ্ধতি ছিল, বিশ্লেষণধর্মী, সেইরূপ জ্ঞানগর্ভ ও মৌলিক। পারস্যের পত্রমালা (১৭২১) Persian Letters নামক গ্রন্থে তিনি পরিহাস ছলে ফরাসি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্ম কটাক্ষপাত করেছিলেন। তবে তাঁর অমরগ্রন্থ 'আইনের মর্মকথা' (The Spirit of Laws) অষ্টাদশ শতকের ফরাসি চিন্তা আলোড়নের একটি ফসল। এই গ্রন্থে তিনি ফরাসি জাতির সম্মুখে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও প্রজার ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকারের নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন। রাষ্ট্র ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি ফরাসি বিপ্লবের সময় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মন্তেস্ক্যুর উদারনৈতিক মতবাদ পরবর্তী রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও বিপ্লব ছিল তার কল্পনার ঊর্ধ্বে। বিশেষ অধিকার-এর বিরুদ্ধে তাঁকে তেমন কিছু বলতে শোনা যায়নি। চার্চের নিরংকুশ অধিকারের বিপক্ষে তিনি কোনো সমালোচনা করেননি। এমনকি অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সপক্ষে তিনি যুক্তি খাড়া করেন, তাঁর মতেও এ ক্ষমতা রাজার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা খর্ব করার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ভলতেয়ার (১৬৪৪-১৭৭৮) : উদারনৈতিক রাজনৈতিক মতবাদের একজন পুরোধা। নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভলতেয়ার সনাতনী ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন। বিশেষ করে

অভিজাত ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও বিপ্লব সমর্থন করেননি। বরং তাঁদের ভাবধারা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকদের সমর্থন করতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, দার্শনিকদের চিন্তাধারা বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী কৃষক ও শহরের দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির প্রায় অজ্ঞাত ছিল। তৃতীয়ত, অভিজাত শ্রেণি উচ্চ রাজকর্মচারী আইনজীবী ব্যবসায়ী শ্রেণি প্রধানত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর রচনা পাঠ করতে। তথাপি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে বুদ্ধিজীবীদের একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল কেন না তারাই অনুপ্রাণিত করেছেন একদল বিপ্লবী নেতাকে, উদ্বুদ্ধ করেছেন এদের বিপ্লবের পথে, সঞ্চার করেছেন এদের মধ্যে কিছু চরম নীতি ও উগ্র আদর্শ। কেটলবী যথার্থই বলেচেন, "সংসদ বিহীন ফ্রান্সে এসব দার্শনিকবৃন্দই সর্বোচ্চ নেতা।" বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটাননি। কিন্তু তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই বুর্জোয়া শ্রেণি অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাদের প্রভাব কার্যকরী করতে উৎসাহী হয়েছিল। সর্বোপরি নিরক্ষরতা ও কঠোর নিয়ন্তা সত্ত্বেও বিভিন্ন থিয়েটার, রঙ্গালয়, লোকসংগীত প্রচারপত্র ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ফরাসি জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

১৯ জানুয়ারি ১৭১৭ খ্রিঃ হেঁরেজারেস নাম্নী নটী এক রমণী পেশাদার ভিখারিণীর মতো জীর্ণ ছিন্ন পোশাক পরে নৃত্যের মাধ্যমে দেশব্যাপী দৈন্য অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরেন। অষ্টাদশ শতকের পাষ্থশালা ও কাফেগুলিও জনগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে জাতির বৈপ্লবিক উন্মেষের সাহায্য করেছিল। ফরাসি সাঁলোর পৃষ্ঠপোষক রূপে মাদান দ্যুফাঁ, দেপিনে, সুশ্যান প্রভৃতি বহু মনীষীর আপ্যায়নের মাধ্যমে রুশোর নূতন ভাবধারা প্রচারে সাহায্য করেছিল। সেইজন্য বলা যেতে পারে মার্কস ছাড়া লেনিনকে কল্পনা করা যেমন অর্থহীন রুশোকে বাদ দিয়ে রোবসপীয়রের কথা তথা ফরাসি বিপ্লবের আলোচনা করা সম্ভব নয়।

১.৩ সারাংশ

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আলেকসি দ্য তকভিল ফরাসি বিপ্লবকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন ও সার্বজনীন উদারনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বলে মন্তব্য করেছেন। ষোড়শ শতকের ডাচ বিপ্লব ও সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবের জয়যাত্রাকে এগিয়ে দিলেও অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লব আধুনিক বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রতীক।

এই বিপ্লবের পূর্বে, ফরাসি সমাজ তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল—যাজকদের বলা হত প্রথম এস্টেট। অভিজাতদের দ্বিতীয় এস্টেট এবং বাদবাকি জনসাধারণকে তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত করা হত। ফরাসি সমাজে যাজক ও অভিজাত শ্রেণি ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণি। অপরদিকে তৃতীয় এস্টেট ছিল ফ্রান্সের জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণি যারা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত মানুষ। মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক (সাঁকুলোৎ) শ্রেণি তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত হলেও, আলোকপ্রাপ্ত ও উদ্যোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণি ফরাসি সমাজে অপরিসীম গুরুত্ব অর্জন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এরাই স্বাভাবিকভাবে তৃতীয় এস্টেটের নেতৃত্ব দেয়। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্বে (১৭৮৯-৯৫ খ্রিঃ) প্রধানত বুর্জোয়াদের স্বার্থেই বিপ্লব চালিত হয়েছিল।

পুরাতন ব্যবস্থায় সমানুপাতিক কর বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যক্ষ কর ক্যাপিতাসিঁও ও ভ্যাঁতিয়েম স্থাবর সম্পত্তির উপর কর। অভিজাত ও যাজক শ্রেণি তাদের প্রভাব খাটিয়ে বহু ক্ষেত্রেই কর ফাঁকি দিত। অপর দিকে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি কোনোভাবেই প্রত্যক্ষ করের হাত থেকে রেহাই পেত না। এছাড়া পরোক্ষ কর—লবণ কর। আবগারি কর, নগর ও আন্তঃ প্রাদেশিক শুল্ক ছিল অযৌক্তিক ও জবরদস্তিমূলক। ডাকটিকিট, যানবাহন ও উত্তরাধিকার স্বত্বের উপরও কর আদায় করা হত ইজারাদারের মাধ্যমে। ফলে কর ব্যবস্থার শ্রেণিগত বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সাম্রাজ্যবাদী নীতির রূপায়ণের জন্য রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমল থেকে।

যাজক শ্রেণির বিরুদ্ধে তীব্র শানিত সমালোচনা সমগ্র ইউরোপে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভলতেয়ারের চিন্তাধারার সবচেয়ে বড়ো লক্ষবস্তু ছিল গোঁড়া ধর্মযাজক শ্রেণি, যাদেরকে তিনি মনে করতেন ভণ্ড ও প্রতারক, যাদের সমস্ত বাণী ছিল মিথ্যা বেসাতিমাত্র। তাঁর মতে সব ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ মানুষেরই সৃষ্টি। তিনি সর্বসাধারণের প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্মকে আঘাত করে এবং সার্ফ প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকারের বিরোধিতা করেন। তিনি গণতন্ত্রী না হলেও অন্তত প্রজাহিতৈষী রাজতন্ত্রের জয়গান উচ্চারিত করতেন।

জ্যাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) : ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যমণি রুশো ছিলেন একজন প্রকৃত বিপ্লবী যাঁর আত্মচরিত ও সামাজিক চুক্তি' সম্পর্কিত গ্রন্থ বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের চরমপন্থী মতাদর্শের প্রবক্তা জ্যাকোবিন দলের নিকট রুশোর সামাজিক চুক্তি ছিল এক পরম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। অন্যান্য বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আবেদন যেখানে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সীমায়িত ছিল, সেখানে রুশোর আবেদন ছিল জনসাধারণের কাছে। তিনি এমন এক গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবক্তা, যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের সত্যকার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। রুশোর মতবাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে সাম্যের বিধান করা, মানুষের স্বাধীন সত্তা জিইয়ে রাখা। এককথায় রুশোর মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির মূল আধার হল জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছা। অর্থাৎ সমষ্টিগত ইচ্ছাই হল রাষ্ট্রের প্রধান এবং শেষ বিচার আদালত।

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে রুশোর প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। বিপ্লবের ত্রয়ী নীতি সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা রুশোর চিন্তাধারা থেকে নেওয়া। ১৭৯৩-৯৪ সালে জ্যাকোবিন দল রুশোর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই জন্যই বলা হয় রুশো শৃঙ্খল মুক্ত করেছেন অগণিত ভাবপ্রবণ ব্যাঘ্র" অন্যদিকে ভলতেয়ার মাত্র "সজ্জিত করেছেন যুক্তিপ্রবণ অশ্ব" অর্থাৎ বিপ্লবীদের মধ্যে রুশো সৃষ্টি করেছিলেন অসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য এবং সংস্কারকদের জন্য ভলতেয়ার যুগিয়েছেন যুক্তি ও জ্ঞানউন্মেষ জনিত চেতনা। সমকালীন ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে মহাকোষ (Encyclopaedia) সংকলক দিদেরো এবং দ্য এলেমবার্ট ২৮ খণ্ডে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল তথ্য যুক্তির নিরিখে সংকলন করেছিলেন। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে ফিজিওক্র্যাট নামে এক অর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী শিল্প ও বাণিজ্যে তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন কুয়েসনে (১৬৯৪-১৭৭৪ খ্রিঃ)। ফিজিওক্র্যাট গোষ্ঠীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর্থিক অভিমত হল—কৃষিকার্য ও ব্যাবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রের সকল নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে।

দার্শনিকরা চিত্রিত করে যান এক কল্পনার সুখজগৎ। আর ফিজিওক্র্যাট দল খুঁটিয়ে বলে দেন বাস্তব জগতে কি করা যাবে এবং কি করা উচিত। বস্তুত, বিপ্লব কালের সব স্থায়ী পরিবর্তনের মূলে ছিল ফিজিওক্র্যাটদের প্রস্তাবিত নীতি ও মতবাদ। প্রাক্ বিপ্লবী চিন্তাধারার মধ্যে বিপ্লবের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাবও উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে আবেমাবলী (১৭০৯-১৭৮৫), মরেলী, জ্যাঁ মেসলিয়ে (১৬৬৪-১৭৩৩) সাম্যবাদী আদর্শের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। মেসলিয়ে মানবজাতির মুক্তিকল্পে জনগণকে উৎপীড়ক শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন করেছিলেন। মরেলী সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ও আর্থসামাজিক পুনর্গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন। মাবলী প্রাকৃতিক সাম্যের আদর্শে রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক সাম্যের যে আলোচনা করেছিলেন তা ব্যবুফের সাম্যবাদের পথ প্রদর্শক রূপে চিহ্নিত করা যায়।

ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী প্রাক্ বিপ্লবী ব্যবস্থাকে তাদের কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে ধ্বংস করলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে তারা এই ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন সৌধ রচনা করতে ব্যর্থ হন। ১৭৮৯ খ্রিঃ যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে দার্শনিকদের ভাবধারার যোগসূত্র কিছুটা ক্ষীণ ও পরোক্ষ। অনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তনের পক্ষপাতী হলেও রুশো ব্যতীত

প্রাক্ বিপ্লবী ফরাসি রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী ঐতিহ্য ছাড়াও প্রশাসন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা প্রতিফলিত হয়েছে — আমলাতন্ত্র, শুল্ক ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং ওজন মাপার অভাবনীয় বৈচিত্রে। প্রাক-বিপ্লবী ফরাসী প্রশাসনের আর—এক উল্লেখযোগ্য দিক হল সর্বজনীন আইনবিধির অভাব। বিচার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল ও দণ্ডবিধি ছিল অমানুষিক। চতুর্দশ লুই ও পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে তুর্গো, ক্যালোন ব্রিঁয়া নেকার প্রভৃতি প্রশাসন সংস্কার রূপায়ণে ব্যর্থতা ফরাসি বিপ্লবের পথ সুগম করে।

পুরাতন ব্যবস্থার অধীনে ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার জটিলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্বে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী জনসাধারণের সামনে এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তুলে ধরে যা বিপ্লবে পরিণতি লাভ করে।

ব্যারোঁ দ্য মন্তেস্কুই-র (১৬৮৯-১৭৫৫) অমর গ্রন্থ আইনের মর্মকথা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও প্রজার ন্যায়—সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকারের নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করে। অভিজাত শ্রেণির বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও চার্চের নিরঙ্কুশ অধিকারের বিরুদ্ধে তিনি কোনো সমালোচনা করেননি।

ভলতেয়ার (১৬৪৪-১৭৭৮) সনাতনী ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন। বিশেষত অভিজাত ও যাজক শ্রেণির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র সমালোচনা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

জ্যা জাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) মতবাদের মূল লক্ষ্য মানুষের মধ্যে সাম্যের বিধান করা ও মানুষের স্বাধীন সত্তা জিইয়ে রাখা।

মহাকোষ সংকলন ডেনিস দিদেরো, দ্য এলেমবার্ট ও ফিজিওক্র্যাট গোষ্ঠী মারলী, মরেলী ও মেসলিয়ে সনাতনী ব্যবস্থার বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেন। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বিপ্লব না ঘটালেও, তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বুর্জোয়া শ্রেণি জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

একক ২ □ ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা (১৭৮৯-৯৯)

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা
২.৩ ফরাসি বিপ্লবের প্রস্তুতি : অভিজাত বিদ্রোহ (১৭৮৭-৮৯)
২.৪ বুর্জোয়া বিপ্লব (মে-জুন ১৭৮৯)
২.৫ জনগণের বিপ্লব (জুলাই-অক্টোবর ৮৯)
২.৬ সংবিধান সভার কার্যাবলী (আগস্ট ১৭৮৯—সেপ্টেম্বর ১৭৯১)
২.৭ রাজতন্ত্রের পতন—(আইনসভা ১ অক্টোবর ১৭৯১—২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯২)
২.৮ বিপ্লব ও যুদ্ধ
২.৯ জাতীয় কনভেনশন : সন্ত্রাসের রাজত্ব ১৭৯২-১৭৯৫
২.১০ সন্ত্রাসের শাসন পটভূমি ও তাৎপর্য
২.১১ সন্ত্রাস শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা
২.১২ সারাংশ
২.১৩ অনুশীলনী
২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককে বিপ্লবী দশকের ঘটনাপ্রবাহকে—অভিজাত বিদ্রোহ (১৭৮৭-৮৮), বুর্জোয়া বিপ্লব (১৭৮৯), জনগণের বিপ্লব (১৭৮৯), সংবিধান সভা (১৭৮৯-৯১), রাজতন্ত্রের পতন (১৭৯২), ইউরোপীয় যুদ্ধ ও বিপ্লবের প্রসার (১৭৯২-৯৩), জাতীয় কনভেনশন ও সন্ত্রাসের শাসন (১৭৯২-৯৪), ডাইরেকটারি শাসন (১৭৯৫-৯৯) পর পর তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনার সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। ফরাসি রাজ ষোড়শ লুইয়ের স্টেটস জেনারেল আহ্বানে (৫মে, ১৭৮৯খ্রিঃ) ফরাসি বিপ্লবের সূচনা। বিপ্লবের সমাপ্তি সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন নেপোলিয়নের উত্থান (১৭৯৯); আবার অনেকে মনে করেন ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পতনে। কারণ তাঁর রাজত্বকালে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের সম্প্রসারণ ঘটে।

অধ্যাপক রুদে অভিজাত বিদ্রোহকে 'বিপ্লব' না বলে বিপ্লবের পূর্বাভাস বলে মনে করেন। অভিজাত শ্রেণি পুরাতন ব্যবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন চায়নি। বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ— তৃতীয় এস্টেটের সদস্যরা ১৭৮৯-এর ১৭ জুন

এস্টেট জেনারেলকে জাতীয় সভা (National Assembly) বলে ঘোষণা করল। বাস্তিল কারাদুর্গের পতনকে কেন্দ্র করে ১৭৮৯-র ১৪ জুলাই যে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটে তাকে গণবিপ্লবের প্রতীক বলা যায়। মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (১৭৮৯, ২৬ আগস্ট) "পুরাতন ব্যবস্থার মৃত্যু দলিল"।

পুরাতন ব্যবস্থার অবসানের জন্য জাতীয় সভা যে শপথ নিয়েছিল তার ফলশ্রুতি সংবিধান সভা। সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণিসুলভ স্বার্থরক্ষার কর্মসূচি উনিশ শতকের সমগ্র ফরাসি রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়। আইন সভা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে (১৭৯২, ২০ এপ্রিল) যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিপ্লব ও ইউরোপীয় যুদ্ধ সমান্তরাল গতিতে চলতে থাকে। অবশেষে ১৭৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রের পতন হয়।

জাতীয় কনভেনশন ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে (১৭৯২ খ্রিঃ)। ১৭৯৩ খ্রিঃ সদ্যোজাত ফরাসি সাধারণতন্ত্রের এক চরম সংকট মুহূর্তে ফ্রান্সের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে এক বিশাল ইউরোপীয় শক্তিজোটের মোকাবিলার জন্য এক জরুরি ব্যবস্থা হিসাবে জননিরাপত্তা পরিষদ নিরঙ্কুশ স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা গ্রহণ করে। কনভেনশনের প্রথম পর্যায়ে জিরন্ডিষ্ট গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকলেও, ১৭৯৩-৯৪ সালে জ্যাকবিন দল প্যারিসের বিপ্লবী জনতার সঙ্গে যৌথ নেতৃত্ব স্থাপন, সন্ত্রাস শাসনের মূল ভিত্তি। সন্ত্রাসের শাসন কারও কাছে জ্যাকবিন বিপ্লবী আদর্শের উদ্দীপনাময় স্ফুরণ। আবার কারও কাছে "ঘৃণ্য বিভীষিকা" যখন অকারণে রক্তের সমুদ্র বয়ে গিয়েছিল।

থার্মিডর অভ্যুত্থানে (১৭৯৪, ৩১ আগস্ট) মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে প্যারিসের বিপ্লবী জনতার ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক বোঝাপড়ার অবসান হয় ও ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণি আবার ক্ষমতা দখল করে। ডিরেকটারি শাসন (১৭৯৫-৯৯) একদিকে সন্ত্রাস শাসনের ভয়াবহতা ও অপরদিকে নেপোলিয়নের চমকপ্রদ উত্থানের মধ্যবর্তী পাঁচ বছরের ইতিহাস কিছুটা অবহেলিত বস্তুত বিপ্লবের গতি ফ্রান্সে মন্দীভূত হলেও ডিরেকটারি শাসন ক্রমশ ক্রমশ ইউরোপীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

২.২ ফরাসী বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা (১৭৮৯-৯৯)

ফরাসি বিপ্লবের সূচনা সাধারণভাবে বলা হয় ১৭৮৯ সালের ৫ মে, স্টেটস জেনারেল অধিবেশন আহ্বান। কিন্তু এই বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে। কারো মতে, রোবসপিয়ারের মৃত্যু বা নেপোলিয়নের উত্থানে বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছিল। আবার অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, নেপোলিয়নের উত্থান বিপ্লবের সমাপ্তি নয়। ইউরোপে বিপ্লবের সম্প্রসারণ। তবে ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনার কখন শুরু আর কখন শেষ সে সম্পর্কে তর্কবিতর্ক অর্থহীন। কারণ ১৭৮৯ সালে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার জের চলেছিল ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে। তবে প্রধানত ১৭৮৯ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনকেই ফরাসি বিপ্লব অভীধায় চিহ্নিত করা হয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, চারটি নাটকীয় শব্দের মাধ্যমে এই সময়ের ঘটনাবলীকে বিধৃত করা যেতে পারে যথা — বিপ্লব, যুদ্ধ, একনায়কতন্ত্র ও সাম্রাজ্য। আমরা এই অধ্যায়ে ১৭৮৯-১৭৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীকে উপস্থাপনা করব।

২.৩ ফরাসী বিপ্লবের প্রস্তুতি : অভিজাত বিদ্রোহ (১৭৮৭-৮৯)

১৮৮৭ সালে শেষ দিকে ফ্রান্সে পর্যটনরত আর্থার ইয়ং মন্তব্য করেছিলেন যে, ফ্রান্স এক বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই বিপ্লব কিরূপ নেবে তা তিনি বুঝতে পারেননি। শ্যাতোব্রিয়াঁ (Chateaubriand) পরে লিখেছিলেন—প্যাট্রিসিয়ানরা

যে বিপ্লব আরম্ভ করে, প্লিবিয়ানদের দ্বারা তা সম্পূর্ণ হয়। আধুনিক ঐতিহাসিক লেফেভর বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ও প্রথম পর্বে অভিজাত শ্রেণি নেতৃত্ব দিয়েছিল। রাজতন্ত্রের সঙ্গে অভিজাতবর্গের বিরোধ অবশ্য নতুন নয়। ফরাসি রাজ চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর থেকে অভিজাত শ্রেণি সরকারি কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করত ও সরকারের যে সব প্রশাসনিক ব্যবস্থা মনঃপূত হত না তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য যে প্রশাসনিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তার চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে নেকার (Neeker), ক্যালোন (Calonne) ও পরে ব্রিয়াঁ (Brienne) অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচিকে যেভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন তাকে বৈপ্লবিক আখ্যা দিলে নিতান্ত ভুল হয় না। ১৭৮৭-১৭৮৮ সালে রাজতন্ত্র ও অভিজাত গোষ্ঠীর মাধ্যমে তিক্ত সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। তার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন ফরাসি রাজস্বমন্ত্রী ক্যালোন যিনি ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকট মোকাবিলা করার জন্য এক দূর প্রসারী অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাক বিপ্লবী ফরাসি প্রশাসন ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির স্থায়ী সমাধানের জন্য অভিজাত গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধার অবসান ও দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক শুল্কের বাধা দূর করে আমদানি রফতানি বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা তথা অভ্যন্তরীণ শিল্প গড়ে তোলবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। শুধু বাণিজ্য শিল্পের স্বয়ম্ভরতা নয়, কৃষক শ্রেণির দুর্গতি মোচনের জন্য তিনি কৃষকদের উপর অত্যাচার মূলক তিনটি প্রধান কর—লবণকর, বেগারখাটা এবং বিশেষ করে সরকার আরোপিত প্রধান কর তেই (Taille) সংশোধন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ কর 'তেই'-এর একদশমাংশ হ্রাস করে লবণ কর ও বেগারখাটা সম্পূর্ণ রদ করে তিনি কৃষক শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রধান অর্থনৈতিক কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল অভিজাত গোষ্ঠীর বিশেষ সুযোগ সুবিধা হ্রাস করা। অবশ্য তিনি অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিগত মাথাপিছু কর অথবা বেগারখাটা এবং ধর্ম সংক্রান্ত করের (Tithe) আওতা থেকে অভিজাত শ্রেণিকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

ক্যালোনের অর্থনৈতিক কর্মসূচির প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্য ষোড়শ লুই ১৭৮৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ভার্সাই নগরীতে দেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আহূত ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ১১৪ জন ছিলেন অভিজাত উচ্চ রাজকর্মচারী ও ধর্মযাজক ও মাত্র ৩০ জন ছিলেন তৃতীয় এস্টেট-এর প্রতিনিধি। ক্যালোনের প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি, পুরাতন ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা ও ফরাসি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান ঘাটতি দূর করা।

লুই-এর অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাত শ্রেণি বুঝতে পেরেছিল যে ক্যালোনের রাজস্ব সংক্রান্ত আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা তাদের দীর্ঘদিনের আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করবে।

ক্যালোনের উত্তরাধিকারী অর্থমন্ত্রী ব্রিয়াঁ ক্যালোনের প্রস্তাবিত সংস্কার সূচিকে ১৭৮৭, ৯ মে আংশিক সংশোধন করে প্রতিনিধি সভায় পুনরায় পেশ করেন। কিন্তু প্রতিনিধি সভা নির্দেশ দেয় যে প্রস্তাবিত সংস্কার যেহেতু দীর্ঘদিনের স্বীকৃত অভিজাত যাজক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে খণ্ডিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। সেজন্য ফ্রান্সের প্রধান বিচারালয় প্যারিসের পার্লেমেন্ট অথবা সমগ্র ফ্রান্সের এস্টেট জেনারেলের অনুমোদন একান্ত কাম্য। ষোড়শ লুই ব্রিয়াঁর পরামর্শে ২৫মে, ১৭৮৭ সালে বিশিষ্ট অভিজাতবর্গের মহাসম্মেলন স্থগিত রাখেন যার মূল তাৎপর্য হল— ষোড়শ লুই অভিজাত শ্রেণির সমর্থন পুষ্ট প্যারিসের পার্লেমেন্টের অনুমোদন ছাড়া প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যর্থ হলেন। অভিজাত শ্রেণির মদতপুষ্ট প্যারিস পার্লেমেন্ট (২৮ জুন, ১৭৮৭) ঘোষণা করল যে, এস্টেট জেনারেলের অনুমোদন ছাড়া নতুন কর প্রবর্তনের কর্মসূচি রূপায়ণ করা আইনসিদ্ধ নয়। অর্থমন্ত্রী ব্রিয়াঁর পরামর্শে রাজা ষোড়শ লুই

বিশেষ জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করে (Lit-De-Justice) প্রস্তাবিত কর্মসূচিকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্যারিসের পার্লেমেন্ট তাদের সেই প্রস্তাবকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ক্রুদ্ধ ষোড়শ লুইয়ের সরকার তখন ১৫ আগস্ট পার্লেমেন্টকে প্যারিস মহানগরী থেকে উত্তর ফ্রান্সের ত্রোয়া শহরে (Troyes) নির্বাসিত করে। কিন্তু প্রাদেশিক বিচারালয়গুলি প্যারিসের পার্লেমেন্টকে সমর্থন করল, বিশেষ করে বোর্দো, তুলোঁ প্রভৃতি প্রাদেশিক পার্লেমেন্টগুলি এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজাত শ্রেণির শক্তিপুষ্ট প্রতিনিধি সভাগুলি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আঞ্চলিকতাকে নানাভাবে মদত যুগিয়েছিল। ১৭৮৮ মে-জুন মাসে ডাফনী প্রদেশে পার্লামেন্টকে কেন্দ্র করে অভ্যুত্থান ঘটে যদিও এই প্রাদেশিক অভ্যুত্থানগুলিতে রক্তাক্ত ঘটনার পরিচয় খুব ব্যাপক রূপ লাভ করেনি। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিপর্যস্ত হয়েছিল। এদিকে ব্রিয়াঁর পদে স্থলাভিষিক্ত হলেন নতুন অর্থমন্ত্রী নেকার। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক বিক্ষোভ, প্রশাসনের বিপর্যয় তথা আর্থিক সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য নেকার শেষ পর্যন্ত ৫ জুলাই ১৭৮৮ সালে এস্টেট জেনারেল আহ্বান করতে বাধ্য হন। এবং ১৭৮৯ সালে ১ মে ভার্সাই শহরে এর প্রথম অধিবেশন আহূত হয়।

১৭৮৭-৮৮ খ্রিঃ অভিজাত শ্রেণির কাছে রাজার এই পরাজয়কে লেফেভার বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রুদে এই ঘটনাকে 'বিপ্লব' না বলে বিদ্রোহ অর্থাৎ বিপ্লবের পূর্বাভাস বলে মনে করেন। কারণ বিপ্লব কথাটির মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থার যে মৌলিক পরিবর্তন বোঝায় অভিজাতদের বিরোধিতার মধ্যে সেই ধরনের কোনো ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া না। তারা পুরাতন ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন চায়নি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার জন্যই সংগ্রাম করেছিল। সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা মূল উদ্দেশ্য হলেও তারা তাদের সংগ্রামকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে দার্শনিক রুশোর গ্রন্থ ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের বিজয়কে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমন্বিত করে এক বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণায় মহিমান্বিত করেছিল।

২.৪ বুর্জোয়া বিপ্লব (মে-জুন ১৭৮৯)

১৭৮৯ সালের ৫মে আহূত এস্টেটস জেনারেল-এর মোট সদস্য ছিল ১২১৪ জন তার মধ্যে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৬১২ জন। মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই এবং সভা পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণের ফলে এস্টেট জেনারেল প্রতিনিধি সভায় রূপান্তরতি হয়। অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় এস্টেট-এর বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, ১৬১৪ সালের পর ১৭৫ বছর বাদে ১৭৮৯ সালে অধিবেশনের সূচনা হয়। প্রচলিত প্রথা ও বৈষম্যমূলক আদব-কায়দা বিশেষ করে পোশাক-আশাক সম্পর্কে পুরানো রীতির বিরুদ্ধে তৃতীয় এস্টেট প্রতিবাদ জানায়। ইতিমধ্যে জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ পত্র (Cahier) আহ্বান করা হয়। যাজক ও অভিজাত শ্রেণি তাদের চিরাচরিত বিশেষ সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণ দাবি করলেও তারা নীতিগতভাবে কর ব্যবস্থার বৈষম্য বিলোপ, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ভূমিকা, বিশেষত মন্ত্রীদের যথেচ্ছাচার ও অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থার বৈষম্যের বিরোধিতা করেছিল। তবে তৃতীয় এস্টেটের অভিযোগ পত্রে দাবি দাওয়া ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। তারা বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যাবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা, স্বৈরতন্ত্রের অপব্যবহার ছাড়াও সাম্যের আদর্শ তুলে ধরেছিল। তারা অভিজাত শ্রেণির বিশেষ সুযোগ-সুবিধার এবং সামন্ততান্ত্রিক অন্যায় ও অযৌক্তিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। অবশ্য এদের অভিযোগ পত্রে কৃষকদের জমির উপর অধিকার সম্পর্কে কোনো দাবি করা হয়নি। শহরের দুঃস্থ সাঁকুলোৎ শ্রেণির অভাব-অভিযোগের কথাও তুলে ধরা হয়নি। তবে তা সত্ত্বেও পুরাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কর্মসূচি

রূপায়ণে তৃতীয় এস্টেটের সদস্যরা ১৭ জুন নিজেদের জাতীয় সভা (National Assembly) বলে ঘোষণা করল। এই ঘটনার তিনটি দূর প্রসারী তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্ব মূলত তাদেরই হাতে, দ্বিতীয়ত, এই ঘোষণা প্রচলিত আইন রীতি বিরোধী, তৃতীয়ত এই ঘোষণার অর্থ হল রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিকল্প হিসাবে জাতীয় সার্বভৌমিক ক্ষমতার দাবিদার হিসাবে জাতীয় সভার নজির বিহীন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ। অবশ্য তারা অভিজাত শ্রেণি ও যাজক সম্প্রদায়ের কিছু উদারচেতা সদস্যদের সমর্থন আশা করেছিল যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, কঁদরসে (Condarcet), ট্যালির‍্যাঁ (Tallyraud), সিয়েস (Sieyes) ও মিরাব্যো (Mirabeau)। এই জাতীয় সভার প্রথম ও প্রধান কর্মসূচি বিপ্লবী ফ্রান্সের এক লিখিত সংবিধান রচনা যার জন্য এই সভা ফ্রান্সের ইতিহাসে সংবিধান সভা নামে পরিচিত হয়। পুরাতন ব্যবস্থায় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই সভা যে নবযুগের সূচনা করেছিল তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ২৬ আগস্ট ১৭৮৯ ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্বলিত এক ঘোষণা পত্র রচিত হয়। সংবিধান সভা নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ঘোষণা করেছিল। সাম্য-স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মানবাধিকার—মুক্তি, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হচ্ছে মানবাধিকার। জনগণের সার্বভৌমত্ব— 'সব সার্বভৌম অধিকার মূলত জাতির হাতে ন্যস্ত।' আইনের প্রকৃতি — 'সমষ্টিগত ইচ্ছাই আইন'..... আইনের চোখে সকলেই সমান।' আইনের প্রাধান্য বিনা কারণে এবং আইনসিদ্ধ নিয়ম ব্যতিরেকে কাউকে দোষী সাব্যস্ত, আটক বা বন্দি করা যাবে না। ব্যক্তি মালিকানা অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র অধিকার।

এই মানব অধিকার ঘোষণা পত্রে সরকারি ক্ষমতা বিভাজন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার বলে অঙ্গীকার করা হয়। ফরাসি ঐতিহাসিক অলাড় (Aulard) মন্তব্য করেছেন যে, এই ঘোষণাপত্র ফরাসি পুরাতন ব্যবস্থার মৃত্যু দলিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রুদে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, মানব অধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন আদর্শের মহিমাকীর্তন করা হলেও ইহা মূলত বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের দলিল।

২.৫ জনগণের বিপ্লব (জুলাই-অক্টোবর ১৭৮৯)

বুর্জোয়া শ্রেণির দাবি মেনে নিয়ে জাতীয় মহাসভা গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হলেও রাজা ও অভিজাত শ্রেণি পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সমগ্র দেশ বিশেষ করে প্যারিসের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি—খাদ্য উৎপাদন হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারি ও সরকারের বৈষম্যমূলক কর নীতি ফ্রান্সের নিম্নবর্গীয় মানুষের মনে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার করেছিল। এই সময় ১১ ষোড়শ লুই নেকারকে পদচ্যুত করেন এবং তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেন। তিনি যে ইন্ধন যোগালেন তা ফরাসি বিপ্লবে জনগণের ক্ষোভকে এক নতুন মাত্রা দিল। তারা আশংকা করল এর ফলে জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া হতে পারে। ১২ জুলাই যখন তারা এই সংবাদ শুনল তখনই এক তীব্র গণবিস্ফোরণের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। বিকেলের দিকে প্যারিসের বিপ্লবী জনতা সমবেত হয় প্যালেস রয়ালের উদ্যানে, এখানে কামিই দেমুল্যা (Camille desmoulins) জনতাকে সশস্ত্র হতে আহ্বান জানান। কিছুক্ষণের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ মিছিল বের করল। কিন্তু প্যারিসের সামরিক কমান্ডার বেঁজ্যাভাল (Besenvel) রাজধানী থেকে কিছু দূরে সৈন্যবাহিনীকে সমাবেশ করলেন। ফলে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে প্যারিস নগরীর কর্তৃত্ব চলে গেল। সেই পটভূমিতে প্যারিসের বিক্ষুব্ধ জনতা বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করল। ঐতিহাসিক গুডউইনের মতে, বাস্তিল দুর্গের পতনকে অতিরঞ্জিত করে উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হিসাবে যে বর্ণনা করে তা সঠিক না হলেও আক্রমণকারীদের মধ্যে নিকটবর্তী ফবার্গসেন্ট অ্যান্টনির খেটে খাওয়া কারিগর ছিল। বিপ্লবের

ইতিহাসে বাস্তিল দুর্গের পতন একটি স্মরণীয় ঘটনা যা বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে প্যারিসের জনগণের রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিষ্পন্ন করেছিল। ১৪ জুলাই ছিল প্যারিসের জনগণের বিজয়ের প্রতীক যারা রাজনৈতিক আশা উদ্দীপনা বুর্জোয়া শ্রেণি নিয়ন্ত্রিত জাতীয় সভা অনেকটা অর্জন করেছিল। এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে তৃতীয় এস্টেটের অন্যান্য শরিকের জঙ্গী মনোভাব সংবিধান সভার পুনর্গঠনমূলক কর্মসূচিকে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

বিপ্লবের সূচনা থেকে ১৭৯১ সালের ২ এপ্রিল মিরাবোর-মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসাবে ২৩ জুন এস্টেটস জেনারেলের অধিবেশনকে জাতীয় মহাসভায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেরাবোর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি এই যে, তিনি না পেরেছিলেন তৃতীয় এস্টেটের পূর্ণ আনুগত্য অর্জন করতে, না পেরেছিলেন রাজতন্ত্রে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে। সংবিধান সভায় রাজতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজতন্ত্রকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর আগে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ফরাসি বিপ্লবের বিস্ফোরক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে ষোড়শ লুইকে সংযত করলেও উগ্র বামপন্থী দাবি দাওয়ার ফলে আদর্শগত সংঘাত সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব ছিল না। এই সংঘাতের ফলে ইউরোপীয় যুদ্ধ শুরু হয় ও রাজতন্ত্রের অনিবার্য পতনকে ত্বরান্বিত করে এবং ফ্রান্সের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

২.৬ সংবিধান সভার কার্যাবলী (আগস্ট ১৭৮৯—সেপ্টেম্বর ১৭৯১)

পুরাতন ব্যবস্থার অবসান ও তার বিকল্প হিসাবে নতুন সংবিধান রচনার যে প্রতিজ্ঞা ও শপথ ১৭৮৯ সালে জুন মাসে টেনিস খেলার মাঠে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা করেছিলেন তার রূপায়ণ সম্ভব হয় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৯১। সংবিধান সভার কার্যাবলীর বিশ্লেষণের পূর্বে এই সভার গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। প্রথমত, সংবিধান সভার সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি—পেশায় আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও প্রাক্তন সরকারি কর্মচারীরাই এই সভার মূল চালিকাশক্তি। তবে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৫০ জন অভিজাত, ৪০ জন বিশপ ও ২০০ জন নিম্নবর্গীয় যাজক এই সভার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সংবিধান সভার সদস্যদের মধ্যে অনেকেই সমকালীন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তবে তারা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। তারা মূলত শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার দিকে নজর দিতে গিয়ে দার্শনিকদের ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণ করতে সক্ষম হননি।

সংবিধান সভার প্রাথমিক কর্মসূচি ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্বলিত ঘোষণাপত্র। সংবিধান সভার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বৈরাচারী বুরবোঁ রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতার নীতিকে খর্ব করে রাজার নিরঙ্কুশ প্রশাসনিক ক্ষমতা লুপ্ত করে। অতঃপর ফ্রান্সের রাজার উপাধি হয়, "ফরাসি জাতির রাজা"। রাজার যচ্ছেচ্ছ অর্থব্যয়ের ক্ষমতা সংকুচিত করে নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫ মিলিয়ন লিভর তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। জনগণের অনুমতি ছাড়া তিনি কর ধার্য করতে পারবেন না। এছাড়া রাজার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আইন সভার উপর অর্পণ করা হয়। কারণ কোনো আইন পর পর তিনবার অনুমোদিত হলে রাজার সম্মতি ছাড়াই আইনে পরিণত হবে। এছাড়া বিচার ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক কর্মচারীর উপরও রাজার নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হয়। আইন সভা, রাজকীয় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে যে ক্ষমতার বিভাজন করা হয়েছিল তা কার্যত রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতাকে পঙ্গু করে। দেশে সার্বভৌম অধিকার আইন সভার উপর বর্তায়। ফলে বিপ্লবের পরবর্তী যুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার উপর রাজার নিয়ন্ত্রণের অভাবে দেশে ব্যাপক প্রশাসনিক

নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হল ফ্রান্সের নাগরিকদের সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ভোটের অধিকার লাভ করে সক্রিয় নাগরিক যারা করদানে সক্ষম ছিল। নিষ্ক্রিয় নাগরিক অথবা দরিদ্রের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আইন সভার ৭৪৫ জন সদস্য নির্বাচিত হতেন সক্রিয় নাগরিকদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভোটের মাধ্যমে। ৫০ হাজার নির্বাচক চূড়ান্তভাবে আইন সভার সদস্যদের নির্বাচিত করতেন ফলে সংবিধান সভার প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার মুষ্টিমেয় নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সংবিধানের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠু বোঝাপোড়ার অভাব ছিল।

ফ্রান্সে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট বা ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। ১৭৮৭ সালে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন যেভাবে রূপায়িত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই এ্যাবেসিয়েস ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট কয়েকটি জেলা ও তার পরবর্তী ধাপে গ্রাম ও কম্যুন-এ বিভক্ত করেন। পুরাতন ইনটেন্ডডেন্ট প্রথা ও প্রাদেশিক সভা লোপ করা হয়। এর স্থলে প্রদেশ জেলা ও গ্রাম অথবা ক্যান্টন প্রতি স্তরে নির্বাচিত শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া একটি নির্বাচিত শাসন পরিষদেরও ব্যবস্থা করা হয়।

সংবিধান সভা প্রাক্ বিপ্লবী বিচারব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ৯ অক্টোবর অপরাধীদের অত্যাচার ও সর্বশেষে তার প্রাণদণ্ড দেওয়ার শাস্তিও লোপ করা হয়। ১৭৮৯ সালে ১ ডিসেম্বর বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সব চেয়ে মৌলিক পদক্ষেপ আইন ও প্রশাসনের এক্তিয়ার থেকে মুক্ত করে বিচারালয়কে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকারি দপ্তরে পরিণত করা হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারকদের নিয়োগ করা হয় এবং বিচারালয় সরকারি দপ্তরে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক কর্মসূচি রূপায়ণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র সম্পূর্ণভাবে লোপ করা হয়েছিল। সংবিধান সভা পূর্বতন সিদ্ধান্তকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে ভূমিদাস প্রথা, বেগারপ্রথা, সামন্ত কর, বর্গাপ্রথা, ধর্মকর অভিজাতদের বিশেষ অধিকার ও বৈষম্যমূলক আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্কপ্রথার অবসান করে। পুরাতন ব্যবস্থার সার্বিক ধ্বংসসাধন ও নতুন গণতান্ত্রিক রাজস্ব নীতির প্রণয়নে সংবিধান সভার ইতিবাচক ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পুরাতন ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের ফলে প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ সংগ্রহে নতুন কর ধার্য করার প্রয়োজন দেখা দেয়। দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্য বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা বিলোপ করে ক্যাথলিক চার্চের বিপুল ভূসম্পদের জাতীয়করণের মাধ্যমে ১৭৭৯ সালের নভেম্বর মাসে অ্যাসাইনা (Assignat) নামক এক প্রতীকী মুদ্রা চালু করা হয়। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উত্থান পতনের জন্য দ্রুত কাগজের নোট ছাড়া হয়। অপরিমিত নোট ছাপানোর ফলে যে অ্যাসাইনা তার মূল্য হারায় এবং দেশে এক মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণির অবাধ ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকর অভ্যন্তরীণ শুল্ক বিলোপ করে। ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রত্যাহার করে। সংবিধান সভা শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার লাশে পালিয়ার (Le chapclier) আইন বিধির দ্বারা হরণ করে। সংবিধান সভা মধ্যবিত্ত শ্রেণির একচেটিয়া অধিকার রক্ষায় যতটা উদ্যোগী ছিল শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ততটা ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সর্বশেষে সংবিধান সভা ফ্রান্সের ধর্ম বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য Civil Constitution of the Clergy— নামে এক আইন পাশ করে। ফরাসি জাতীয় গীর্জার নাম ছিল গ্যালিকান চার্চ। ক্যাথলিক রোমান চার্চের অঙ্গ হিসাবে এটি রোমের পোপের নিয়ন্ত্রণ অধীন ছিল। বিশপরাও পোপের নির্দেশে নিযুক্ত হত। কিন্তু নতুন আইন পোপের নিয়ন্ত্রণ একেবারে লোপ করে একে জাতীয়করণ করা হয়। পোপের ক্ষমতা খণ্ডিত করে ধর্মযাজকদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে সংবিধান সভা ফ্রান্সের গ্যালিকান চার্চকে সম্পূর্ণভাবে সরকারি বিভাগে রূপান্তরিত করে।

সংবিধান সভা পুরাতন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে রাজার স্বৈরাশাসনের ক্ষমতা খর্ব করে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য প্রবর্তন করে ফরাসি বিপ্লবের যুগান্তকারি পরিবর্তনের ইতিহাসে এই সংস্কার কর্মসূচি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। অবশ্য রক্ষণশীল ঐতিহাসিক মাঁদেলার মতে, সংবিধান সভা ফ্রান্সের মৌলিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংশ করে এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার সূচনা করে। ফলে ফ্রান্সের স্থিতিশীলতাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্ভবত তার অতিরঞ্জিত মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা সারবত্তা স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় যে, রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতা খর্ব করে সংবিধন সভা যে প্রশাসন প্রবর্তন করেছিল তা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। লেফেভরের মতে, ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে, বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের পথ প্রস্তুত করেছিল তা জ্যাকোবিন তথা নেপোলিয়নের প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ১৭৮৯-৯১ সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণিসুলভ যে কর্মসূচির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ঊনবিংশ শতকের বৈপ্লবিক উত্থান-পতনের পথ অতিক্রম করে ফরাসি ঐতিহ্যের স্থায়ী রূপে পর্যবসিত হয়েছিল।

২.৭ রাজতন্ত্রের পতন—(আইনসভা ১ অক্টোবর ১৭৯১-২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯২)

ষোড়শ লুই ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৭৯১ সালের সংবিধান অনুমোদন বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। তিনি জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য আবেদন করেছিলেন। আইন সভার অধিকাংশ সদস্য বিপ্লবের দিন সমাপ্তির আশায় বেশ বিহ্বল ছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই এই আশা দুরাশায় পরিণত হল। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল এবং ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। রাজা শুধু সিংহাসনই হারাননি, তাকে শেষ পর্যন্ত গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

১৭৯১ সালের ১ অক্টোবর আইন সভার প্রথম অধিবেশনেই এর দুর্বলতার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমত, সংবিধান সভায় অভিজ্ঞ সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আইন সভায় অংশ গ্রহণ করবেন না। ফলে আইনসভার মনোনীত সদস্যদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আইনসভায় নির্বাচন এক সংখ্যালঘু নাগরিকদের ভোটে সম্পন্ন হওয়ায় একে জাতীয় সভার মর্যাদা দিতে অনেকে কুণ্ঠিত ছিলেন। আইন সভার মোট ৭৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৬৪ জন ছিলেন ফিউল্যান্ট (Feuillant) দলভুক্ত। এই দলের প্রভাবশালী নেতা বার্ণেভ (Barnev), ল্যামেথ (Lameth) ডুপোর্ট (Duport) ও বেইলি (Bailly) ইত্যাদি সংবিধান সভার সদস্য হওয়ায় আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাননি। আইন সভার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্যই জিরন্ড (Girond) নামক প্রদেশের অধিবাসী হিসেবে এরা জিরন্ডিস্ট নামে পরিচিত ছিল। এই গোষ্ঠীটির অত্যন্ত প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় নেতা ব্রিসো (Brissot) নাম অনুসারে তাদের বলা হত ব্রিসোপন্থী। এদের সঙ্গে ধনী বুর্জোয়াদের অর্থাৎ ব্যাংকার, জাহাজের মালিক ও বড়ো ব্যাবসাদারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আইন সভায় ব্রিসোর অনুগামীরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন এবং এদের সংখ্যা ছিল ৩৪৫ জন সদস্য। তবে বামপন্থীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে চরমপন্থী ছিলেন তারা আইনসভার উপরের আসনগুলিতে বসতেন বলে পরিহাস ছলে তাদেরকে 'মাউন্টেন' আখ্যা দেওয়া হত। আইন সভার এদের সংখা ছিল ২৩৬ জন। জ্যাকোবিন ও কডেলিয়ার্স ক্লাবে নিম্নবর্গীয় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতেন বলে এরা পরবর্তীকালে জ্যাকোবিন নামে পরিচিত হন।

১৭৯২ খ্রিঃ-র ২০ জুন দক্ষিণপন্থী ফিউল্যান্ট ও বামপন্থী জিরোন্ডিস্ট জ্যাকোবিনদের মধ্যে কতকগুলি রাজনৈতিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিরোধ ঘনীভূত হয়। দেশত্যাগী অভিজাত শ্রেণি ও যাজক গোষ্ঠীর ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের নীতি ষোড়শ লুই ভেটো প্রয়োগ করে বানচাল করে দেন। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ও

প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ব্রিসোপন্থীদের উদ্যোগ জ্যাকোবিনদের আপত্তি সত্ত্বেও কার্যকর করা হয়। কিন্তু যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রাথমিক বিপর্যয়ের পিছনে রাজারানী গোপনে সাহায্য করেছিলেন বলে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হল। ২০ জুন, ১৭৮৯ সালে ৮০০০ মানুষের উচ্ছৃঙ্খল এক জনতা ষোড়শ লুইয়ের তুইলারি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল। জিরোন্ডিস্ট দল রাজতন্ত্রের বিলোপ চায়নি। কিন্তু সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থ হল। অবশেষে ১৭৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রের পতন ঘটল এবং সেই সঙ্গে আইন সভার সমাপ্তি হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ষোড়শ লুই ২১ জুন ১৭৯১ সালের ফরাসী সীমান্তে ভ্যারেনের নিকট দেশত্যাগের চেষ্টায় পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের মৃত্যু হয়। বছরখানেক পরে প্যারিসে এর সমাধি দেওয়া হয়। এতদিন পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণি ফ্রান্সের ভিতর ও বাইরে থেকে ফরাসি বিপ্লব ধ্বংস করার যে চক্রান্ত করছিল, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে তা ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, আইনসভায় অন্যতম বৃহৎ দল হিসাবে জিরোন্ডিস্ট গোষ্ঠীর জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রধান কারণ হল, এই দলের নেতা ফ্রান্সের সাকুঁলোৎদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য দেখিয়েছিল, এর ফলেই বিরোধী জ্যাকোবিন গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২.৮ বিপ্লব ও যুদ্ধ

ফরাসি বিপ্লবের সূচনায় ইউরোপ সম্পর্কে বিপ্লবীরা নিস্পৃহ ছিল। সুতরাং বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ১৭৯২ সালে ২০ এপ্রিল আইনসভা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিপ্লব ও যুদ্ধ সমান্তরাল গতিতে চলতে থাকে। এই ইউরোপীয় যুদ্ধ বিপ্লবের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিপ্লবকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন ইঙ্গিত করেছেন যে, বৈপ্লবিক ভাবধারার দুরন্ত প্রভাব ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ ও জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকারের ঘোষণা স্বভাবতই পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। তবে বিপ্লবকালীন ইউরোপীয় যুদ্ধের উৎস ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জটিল আবর্তের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। রাজা ও রানীর রাজপ্রাসাদ থেকে পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হলে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য ফরাসি রানী মেরী অ্যানটয়োনেট আহ্বান জানিয়েছিল। দেশত্যাগী অভিজাত গোষ্ঠীর বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপের জন্যই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। রানীর হঠকারিতা বা দেশত্যাগীদের ষড়যন্ত্র ছাড়াও জিরোন্ডিস্টদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও ইউরোপে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের কর্মসূচি যুদ্ধের মানসিক বাতাবরণ প্রস্তুত করেছিল। জ্যাকোবিন নেতা রোবস্পিয়ার ইউরোপীয় যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন।

বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের কেন যুদ্ধ বেধেছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বিপ্লবীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিয়েছেন আবার কেউ বা দায়ী করেছেন ইউরোপের রাজন্যবর্গকে বিপ্লবভীতি ও আশঙ্কাকে। সোরেল, সাইবেল ও জরেস প্রভৃতি ঐতিহাসিক জিরোন্ডিস্টদের ভাবাবেগ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবকেই দায়ী করেছেন। অপরদিকে ক্ল্যাপহাম, হানস, প্লাগাউ প্রমুখ ঐতিহাসিক অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার কূটনৈতিক হস্তক্ষেপকেই বিশেষ জোর দিয়েছেন। তবে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্ব ফ্রান্সের পক্ষে শুভ হয়নি। যুদ্ধে প্রথমপর্বে ফ্রান্সের পরাজয় রাজতন্ত্র ও জিরোন্ডিস্ট গোষ্ঠীর পক্ষে পতন অনিবার্য করে তোলে। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ভামির যুদ্ধে জয়লাভ করে ও স্যভয় নীস অধিকার করে এবং বেলজিয়াম অভিযানে অগ্রসর হয়। ফ্রান্সের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ক্রমশ আগ্রাসী যুদ্ধের রূপ নিতে থাকে। বিপ্লব ও যুদ্ধের সংমিশ্রণ এই ইউরোপীয় যুদ্ধকে নতুন ও পুরাতন ব্যবস্থায় আদর্শগত সংঘাত হিসাবে এক নতুন

মাত্রা দান করে। যার অনিবার্য ফল হল জাতীয় কনভেনশন এক চরম সন্ধিক্ষণে, একাধারে বিপ্লব ও ইউরোপীয় যুদ্ধের সমস্যায় লিপ্ত হয়।

২.৯ জাতীয় কনভেনশন : সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯২-৯৫)

১৭৯২ খ্রিঃ রাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব বলে আখ্যা দিলেও এক্ষেত্রে জনগণের স্বতঃস্ফূর্তি উৎসাহের অভাব ও দেশ ও বিদেশে প্রতিবিপ্লবী শক্তির আবির্ভাব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় কনভেনশন গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচনের অঙ্গীকার করলেও গণভোট চালু করা হয়নি। ১৭৯৩ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাঁক্যুলোৎ শ্রেণির ভোটাধিকার ছিল না। জ্যাকোবিনরা অবশ্য আংশিকভাবে তাদের স্বার্থ দেখলেও তাদের স্বার্থ কখনই রক্ষিত হত না। সুতরাং জাতীয় কনভেনশনকে প্রকৃত পক্ষে ফরাসি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

জাতীয় কনভেনশন প্রথমে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। গণভোট ও জনগণের সার্বভৌম অধিকারকে স্বীকৃতি জানালেও জাতীয় কনভেনশন বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থকে খর্ব করতে সচেষ্ট হয়নি। জাতীয় কনভেনশন নতুন সংবিধানে জীবন ও সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে বুর্জোয়া শ্রেণি তুষ্ট হয়। ঐতিহাসিক লেফেডার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, বিপ্লবের ফলে সম্পত্তি নয় কেবল বিশেষ অধিকার ধ্বংস হয়। জাতীয় কনভেনশন দ্বিতীয় বিপ্লবী সংবিধান ১৭৯৩ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে রচিত হলেও ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সংকট ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রথম কোয়ালিশনের নেতৃত্বে ফ্রান্স অভিযান এই দ্বিবিধ সংকটের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবি রাখা হয়। ফ্রান্সের এই চরম সংকট মুহূর্তে জিরোন্ডিস্ট দলের দুর্বল নীতি ও ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সমস্যার ফলে ধীরে ধীরে ১৭৯৩ সালের জুলাই মাসে জ্যাকোবিন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কনভেনশনে জ্যাকোবিনরা ছিল সংখ্যালঘু। প্রাথমিক পর্বে জিরোন্ডিসস্টিদের প্রভাব ছিল অনেক বেশি ও নরমপন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তারা সরকারি শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু জিরান্ডিস্টদের প্রভাব প্যারিস মহানগরীর দরিদ্র সাঁকুলোৎ গোষ্ঠীর ওপর প্রায় ছিল না বললেই হয়। এই সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠী প্যারিসের রাজনৈতিক ঘাটির মূল শক্তি কেন্দ্র সেকশনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে জিরোন্ডিস্ট মন্ত্রীসভা বৈদেশিক ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ প্রসার করার জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৭৯৩ সালের মে মাস থেকে আগস্ট মাসে জিরোন্ডিস্ট রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় ফ্রান্সে ৮৩টি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ৬০টি ডিপার্টমেন্টে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। গোঁড়া ক্যাথলিক যাজকেরা পোপের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য এই প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সময় ফ্রান্সের ব্রিটানী প্রদেশের লা-ভেন্ডিতে রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এক শক্তিশালী কৃষক অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যৌথ অভিযানে ও পরবর্তীকালে প্রথম ইউরোপীয় কোয়ালিশনের আক্রমণে ফান্সের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

জাতীয় কনভেনশনে জ্যাকোবিন নেতারা এই দারুণ সংকটে এক আপৎকালীন শাসন ব্যবস্থা হিসাবে দেশের বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবি রেখে জননিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) নামক ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সংস্থার হাতে ফ্রান্সের প্রধান প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করে। সন্ত্রাসের শাসনের চরম সংকটকালে ১৭৯৩-৯৪ সালে এই সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পরিষদের ১২ জন সদস্যের নামের তালিকা দেওয়া হল:

(১) হিরোয়া দ্য সেসেয়া (Herault de Sechelles)
(২) বার্ট্রান্ড ব্যারার (Bertrand Barere)
(৩) রবার্ট লিন্ডে (Robert Lindet)
(৪) প্রায়র অব মার্নে (Prieur of the Marne)
(৫) প্রায়র অব কোতে দ্য'র (Prieur of the Cote d' or)
(৬) জ্যাবো সাঁ আঁদ্রে (Jeanbon Saint-Andre)
(৭) ল্যাজরে কার্ণো (Collot d' Herbois)
(৮) কোলেৎ দ্যারবোয়া (Collot d' Herbois)
(৯) বিলুৎ ভ্যারেনে (Billaud Varene)
(১০) জার্জে কুঁতো (Georges Couthon)
(১১) লুই আতোযান সাঁ জুস্ত (Louis Antonie Saint Just)
(১২) ম্যাকসিমিলিয়ান রোবসপিয়ার (Mamilien Robspierre)

এই সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে জাতীয় কনভেনশনের দ্বারা নির্বাচিত হত। কিন্তু কার্যত একই সদস্যরা এই সমিতির সদস্য থাকত জননিরাপত্তা সমিতি মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করত, সেনাপতিদের নিয়োগ করত, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করত। ফ্রান্সের এই সংকট মুহূর্তে সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security) নামে আরেকটি সমিতির হাতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা, আইনশৃঙ্খলা স্থাপন, পুলিশ বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ এই সমিতি পালন করে। এই সমিতির পরিপূরক হিসাবে রাজনৈতিক অপরাধ বিচারের জন্য প্যারিসে বিপ্লবী বিচারালয় (Revolutionary Tribunal) প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যাকোবিন শাসনের সর্বশেষ স্তম্ভ ছিল ফ্রান্সে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সহস্রাধিক স্থানীয় জ্যাকোবিন ক্লাব। এরা ছিল সন্ত্রাসের প্রাণকেন্দ্র। এই জ্যাকোবিন ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল প্যারিসের বিপ্লবী পৌর শাসনযন্ত্র যা প্যারিস কমিউন নামে পরিচিত ছিল।

২.১০ সন্ত্রাসের শাসন পটভূমি ও তাৎপর্য

ফরাসি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চিরাচরিত রীতি অনুসারে মিশেলে থেকে তেইন পর্যন্ত সব ঐতিহাসিক বিপ্লবী জনতা ও তাদের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ঐতিহাসিকেরা সমকালীন সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তেইন অনেকটা একই দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বিপ্লবী জনতাকে মদ্যপ মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন যার বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে বাস্তর পরিস্থিতি অস্পষ্ট এবং এইরূপ দৃষ্টি বিভ্রমের ফলে সে শেষ পর্যন্ত অশান্ত এবং সকল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লেফেডার আমাদের দৃষ্টিকে অনেকটা বাস্তব পরিস্থিতির কাছাকাছি এনে বিপ্লবী জনতাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার অভিমতে বিপ্লবী জনতার একটি ধারা আকস্মিক ভাবে গড়ে ওঠে। অপরটি কিছুটা সংগঠিত যা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে না। অন্তত বাজার, চার্চ অথবা প্রাসাদের চারিদিকে যে জনতা গোষ্ঠীকে দেখা যায় তাকে অর্ধ-সংগঠিত বললে অত্যুক্তি হবে না। এক কথায় লেফেডার সংগঠিত ও অসংগঠিত দুই ধরনের বিপ্লবী জনতার কথা বলেছেন। বাস্তিল পতনের সময় ১৪ জুলাই অথবা ১০ আগস্টের যে সংঘবদ্ধ বিপ্লবী জনতার ভূমিকা লক্ষ করা যায় তাকে নিছক তাৎক্ষণিক বা স্বতঃস্ফূর্ত বলা যায় না। ঐতিহাসিক রুদে

এদের সক্রিয় কর্মতৎপরতাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এদের সামাজিক সংস্থানকে নির্ধারণ করেছেন এবং এদের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা কিভাবে তাদের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে উদ্দীপ্ত করেছিল তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে প্রাথমিকভাবে শহুরে ও গ্রামীণ এই দুই অভিধায় পৃথক করা যায়। প্যারিস মহানগরীর গণ অভ্যুত্থানের বিভিন্ন ধারার বিশদ ব্যাখ্যা লেফেডার, রুদে ও অন্যান্য গবেষকদের রচনায় পাওয়া যায়। গ্রামীণ পরিবেশে এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ ততটা সহজলভ্য নয়। শহরে বৈপ্লবিক তৎপরতায় নেপথ্যে যে ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল গ্রামীণ পরিবেশে বৈপ্লবিক জনতা, আরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল যা শেষ পর্যন্ত 'মহা আতঙ্ক' নামে (Grande Peur) পরিচিতি লাভ করে। সন্ত্রাসের শাসন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল যে, বৈপ্লবিক জনতায় অভিজাত যাজক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসাশ্রয়ী মনোভাব অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বিপ্লবী জনতার সাধারণ সমর্থক হিসাবে যাদের সর্বাগ্রে নাম উচ্চারণ করা যায় তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী যথা বেকার, গৃহহীন নানা ধরনের প্রান্তিক অপরাধী গোষ্ঠী ছাড়াও মূলত দোকানদার, ছোটোখাটো কারিগর এবং অন্যান্য কায়িক শ্রমজীবী গোষ্ঠীকেই উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তী কালে যাদের সাঁক্যুলেৎ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তারা ১৭৯২ সালের পর যে সব রক্তাক্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের পূর্বসূরি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সংগঠিত বিপ্লবী জনতার সমর্থক হিসাবে কর্ডেলিয়ারস্ ক্লাব, জ্যাকোবিন ক্লাব এবং ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত পরিষদ প্রভৃতি রাজনৈতিক সংস্থার সহিত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (The National Guard) এই সকল বিপ্লবী গোষ্ঠীর প্রধান বুনিয়াদ ছিল। তবে প্যারিস মহানগরীর মধ্যে যে অসংখ্য ছোটো ছোটো পৌর বিভাগ ছিল (Section) গণ অভ্যুত্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদের সক্রিয় উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল। বৈপ্লবিক জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও জননেতা মারা-র (Marat) প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। বাস্তিলের পতন উপলক্ষে যে বৈপ্লবিক উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন করা হয়েছিল তার সঙ্গে বিশিষ্ট দার্শনিক ভলটেয়ার, জননেতা মিরাব্যুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এক ধরনের গণ উন্মাদনা গুরুত্ব লাভ করেছিল। বৈপ্লবিক বাতাবরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সকল বৈপ্লবিক আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-আশাক, প্রতিবাদী শোভাযাত্রা, জনমত সংগঠনে বিশেষ সাহায্য করেছিল, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সন্ত্রাসের সাসন যে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব জনিত এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি ও রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শগত টানাপোড়েনের ফলে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে দ্বিতীয় বিপ্লব আখ্যা না দিলেও বৈপ্লবিক উদ্দীপনার চরম পরিণতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

২.১১ সন্ত্রাসের শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা

সন্ত্রাসের শাসনে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল, রক্তের সমুদ্র বয়ে গিয়েছিল, এই প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক নয়। যতদূর জানা যায় প্রায় ৩০,০০০ মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, আরও প্রায় ২০,০০০ বন্দি অবস্থায় মারা গিয়েছিল। ঐতিহাসিক নর্মান হ্যাম্পসন হিসেব করেছেন, তৎকালীন ফরাসি জনসংখ্যার অনুপাতে ১,০০,০০০ মানুষের মধ্যে ২৪ জন এভাবে প্রাণ দিয়েছিল, অবশ্য বিপ্লবী যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের কথা ধরা হয়নি। যে কোনো সাধারণ বিপ্লবী যুদ্ধের তুলনায় হতাহতের এই সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। এসব সত্ত্বেও সন্ত্রাস শাসনের স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমে বৈদেশিক যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ সংকট সত্ত্বেও ফ্রান্সের ইতিহাসে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের প্রথম সাফল্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। দ্বিতীয়ত, 'এক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্র' হিসাবে ফ্রান্সের সর্বত্র ফরাসি ভাষাকে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত করার নির্দেশ জারি করে। তৃতীয়ত, একটি জাতীয় আইন বিধি সংকলনের

কাজে হাত দেয়, যার মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যা সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। পুরুষের সঙ্গে নারীদেরও সমান সম্পত্তির অধিকার প্রদান করা হয়। ফরাসি উপনিবেশে নিগ্রোদের দাসপ্রথা রহিত করা হয়, ঋণের জন্য বন্দি করার নিয়ম বিলোপ করা হয়। এইভাবে সনাতনী আইন ব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। চতুর্থত, অর্থনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন মাপা প্রথার প্রবর্তন বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। পঞ্চমত, যাজকদের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার নিষেধ বহাল রাখলেও ধর্মীয় সহনশীলতার নিশ্চয়তা দান করা হয়। ষষ্ঠত, বিরাট জমিদারিগুলি ভেঙে দিয়ে কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে জমি বণ্টন করা হয়। সপ্তমত, সামাজিক সাম্যের প্রতিবিধান ও ব্যক্তি মানুষের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য বিপ্লবকে সর্বস্তরে প্রবর্তন করা হয়। সর্বশেষে ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে প্রচলিত আজানুলম্বিত পোশাকের পরিবর্তে মেহনতী মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ জাতীয় পোশাক হিসাবে স্বীকৃত হয়। বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ জনিত যে অবৈধ স্বৈরাচারী শাসনের ব্যাপক প্রভাব দেখা গিয়েছিল তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। নেপোলিয়ানের স্বৈরশাসনের প্রথম পূর্বাভাস সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে অস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

২.১২ সারাংশ

ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা (১৭৮৯-১৭৯৯)

ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনার সূচনা ও সমাপিত সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। অধ্যাপক রুদে অভিজাত বিদ্রোহকে 'বিপ্লব' না বলে বিপ্লবের পূর্বাভাস বলে মনে করেন। কারণ বিপ্লব কথাটির মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থার যে মৌলিক পরিবর্তন বোঝায় অভিজাতদের বিরোধিতার মধ্যে সেই ধরনের কোনো ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার জন্যই সংগ্রাম করেছিল।

বিপ্লবের ইতিহাসে বাস্তিল দুর্গের পতন একটি স্মরণীয় ঘটনা যা বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে প্যারিসের জনগণের রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিষ্পন্ন করেছিল। ১৭৮৯-এর ১৪ জুলাই ছিল প্যারিসের জনগণের বিজয় প্রতীক।

পুরাতন ব্যবস্থার অবসানের জন্য (১৭ জুন) জাতীয় সভা যে শপথ নিয়েছিল তার ফলশ্রুতি সংবিধান সভা। সংবিধান সভার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বৈরাচারী বুরবো রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে খর্ব করে। রাজার উপাধি হয় 'ফরাসি জাতির রাজা'। রাজার আইন রচনার ক্ষমতা আইন সভার উপর অর্পণ করা হয়। এছাড়া বিচার ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ রাজার হাত থেকে আইন সভার উপর বর্তায়। দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা আইন সভার উপর অর্পণ করা হয়। নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই ভাগে ভাগ করে—আইন সভার প্রকৃত অধিকার মুষ্টিমেয় ধনিক নাগরিক বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমায়িত থাকে। সামন্ত্রতন্ত্রের অবলুপ্তি করে ভূমিদাস প্রথা, বেগার প্রথা, সামন্ত কর, বর্গা প্রথা, ধর্ম কর, অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার ও বৈষম্যমূলক আন্তঃপ্রাদেশিক কর ব্যবস্থার বিলোপ করে।

ফরাসি চার্চ ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা হয়। প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সংবিধান সভা ফ্রান্সের মৌলিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। ফ্রান্সের স্থিতিশীলতা খণ্ডিত করে। ১৭৮৯-৯১ সালের সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণির স্থলে বুর্জোয়া শ্রেণির প্রশ্নাতীত প্রাধান্যের সূচনা হয়।

ফরাসি রাজ ষোড়শ লুই ১৭৯১ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে, সংবিধান সভার অনুমোদন বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই রাজা শুধু সিংহাসন হারাননি, তাকে শেষ পর্যন্ত গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

ষোড়শ লুই ২১ জুন, ১৭৯১ সালে ফরাসি সীমান্তে ভ্যারেনের নিকট ছদ্মবেশে দেশত্যাগের চেষ্টায় ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের পতন হয়। আইন সভায় জিরোন্ডিস্ট দলের তুলনায় জ্যাকোবিন দলের জনপ্রিয়তার কারণ প্যারিসের নিম্নমধ্যবিত্ত সাঁকুল্যোৎ শ্রেণির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিপ্লবের অগ্রগতির সহিত ১৭৯২, ২০ এপ্রিল আইন সভা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ ও জনগণের সার্বভৌম অধিকারের ঘোষণা ইউরোপীয় রাজ্যনবর্গের নিকট বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। জিরোন্ডিস্ট দলের যুদ্ধং দেহী মনোভাব, রানী আন্তোনিয়তের হঠকারিতা ও দেশত্যাগী অভিজাত গোষ্ঠীর বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপ ইউরোপীয় যুদ্ধের মানসিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

জাতীয় কনভেনশন একাধারে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিপ্লবের চরম অগ্নিপরীক্ষা ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় যুদ্ধের সমস্যার সম্মুখীন হয়।

সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯২-৯৪) জাতীয় কনভেনশন প্রথমে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সংকট ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রথম কোয়ালিশনের নেতৃত্বের ফ্রান্স অভিযান এই দ্বিবিধ সংকটের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবি রাখা হয়। ফ্রান্সের এই চরম সংকট মুহূর্তে জিরোন্ডিস্ট দলের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সমস্যার ফলে ১৭৯৩ সালের জুলাই মাসে জ্যাকোবিন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সালের মে মাস থেকে আগস্ট মাসে জিরোন্ডিস্ট দলের প্ররোচনায় ফ্রান্সের ৮৩ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ৬০ টি ডিপার্টমেন্টে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। গোঁড়া ক্যাথলিক যাজকেরা এই প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়। ব্রিটানীর লো-ভেন্ডিতে রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে প্রথম কোয়ালিশনের আক্রমণে ফ্রান্সের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৭৯৩-৯৪ সালে সন্ত্রাসের শাসনের চরম সংকট মুহূর্তে এক সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পরিষদের ১২ জন সদস্যের জননিরাপত্তা সমিতি ও সাধারণ নিরাপত্তা সমিতির যৌথ নেতৃত্বে দেশের এই অভূতপূর্ব সংকট মোকাবিলার জন্য সচেষ্ট হয়। এদের পরিপূরক হিসাবে প্যারিসে বিপ্লবী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের সহস্রাধিক জ্যাকোবিন ক্লাব ছিল সন্ত্রাস শাসনের প্রাণ কেন্দ্র। প্যারিস কমিউন জ্যাকোবিন ক্লাবের সঙ্গে জড়িত ছিল।

সন্ত্রাসের শাসনের লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল, রক্তের সমুদ্র বয়ে গিয়েছিল। এই প্রচলিত ধারণা তথ্য ভিত্তিক নয়। ৩০,০০০ মানুষ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ও ২০,০০০ বন্দি অবস্থায় মারা গিয়েছিল। যে কোনো একটা যুদ্ধের তুলনায় এই হতাহতের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এসব সত্ত্বেও সন্ত্রাসের শাসনের কিছু ইতিবাচক ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম, জাতীয় শিক্ষার পুনর্বিন্যাস—ফরাসি ভাষাকে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আইন বিধি রচনার নির্দেশ—সম্পত্তিতে পুরুষ ও নারীদের সমানাধিকার ঘোষিত হয়। নিগ্রোদের উপনিবেশে দাসপ্রথা ও ঋণের জন্য দাসত্ব নিষিদ্ধ হয়। সনাতনী আইন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করা হয়। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেট্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। চতুর্থত, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতির নিশ্চয়তা দান করা হয়। পঞ্চমত, বিরাট জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ষষ্ঠত, সামাজিক সাম্য ও ব্যক্তি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা হয়।

নেপোলিয়ানের স্বৈর শাসনের পূর্বাভাস সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে অস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস ও বিপ্লব প্রায় সমার্থক।

ডিরেকটরি শাসন (১৭৯৫-৯৯) জাতীয় কনভেনশনের পর ডিরেকটরি শাসন শুরু হয়। ১৭৯৫ সালের সংবিধান যা বিপ্লবের ইতিহাস 'তৃতীয় বৎসরের সংবিধান' নামে পরিচিত। ইহার বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন ভোটের অধিকার হয়। সম্পত্তির

ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ভোটের ভিত্তিতে ৫০০ জন সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ ও ২৫০ জন সদস্য সংবলিত উচ্চতর পরিষদ নির্বাচিত হবে। তবে প্রশাসনের কর্ণধার হবে ৫ ডাইরেকটার এদের শাসন ডিরেকটরি শাসন নামে পরিচিতি লাভ করে।

বুর্জোয়া শ্রেণির একটি ভগ্নাংশের উপর নির্ভরশীল ও তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে ডিরেকটরি শাসন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেনি। গরিব জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। তবে সাম্যবাদী ব্যাবুফের বামপন্থী আন্দোলন নয়। ডিরেকটরির বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা সফল হয়নি। ফ্রান্সের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ সেনানায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্টের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়। ডেভিড টমসনের মতে, দুর্নীতিপরায়ণ ডিরেকটরদের জন্য বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছিল। ফ্রান্সে বিপ্লবের গতি মন্দীভূত হলেও ডিরেকটরি শাসন ইউরোপীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দিনের তালিকা

ফরাসি বিপ্লবের ঝটিকা সংকুল গণমুখী আদর্শের রূপায়ণে এই সকল স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ভূমিকা ১৭৮৯-১৭৯৫ সালের উত্তাল রক্তাক্ত দিনগুলির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়। এই রকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জুর্নে (Journee) হল—

১৭৮৯-এর ২৩ এপ্রিল—র‍্যভেঈওঁ স্যাঁ মার্গরিৎ মহল্লার এক কারখানার মালিকের অসতর্ক উক্তি—'এক সময় ১৫ স্যু দিলেও চলত, আর এখন ২৪ স্যু-তেও কারিগর পাওয়া যায় না—'ফরাসি বিপ্লবের প্রথম গণ অভ্যুত্থানের সূচনা করল।

১৭৮৯' ১৪ জুলাই বাস্তিল কারাদুর্গের পতনের গুরুত্ব রাজনৈতিকভাবে নগণ্য হলেও এর নৈতিক ফলাফল দূরপ্রসারী। রাজা ষোড়শ লুই সমস্ত শুনে মন্তব্য করেন—এ যে বিদ্রোহ'। সংবাদদাতার তাৎক্ষণিক উত্তর—'না, এর নাম বিপ্লব'।

১৭৯১	ফেব্রুয়ারি	ভাঁসেন অভিযান
১৭৯১	জুলাই	শঁ দ্য মারের শোভাযাত্রা
১৭৯২	জুন	তুইলরি অভিযান
১৭৯২	১০ আগস্ট	রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ
১৭৯২	২-৪ সেপ্টেম্বর	'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড'। প্যারী শহরের নয়টি কারাগারের প্রায় ১৪০০ বন্দিকে ডিউক অব ব্রান্সউইকের গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করা হয়। বিপ্লব আর নৃশংসতা অনেক সময় সমার্থক।
১৭৯৩	৩১ মে-২ জুন	জিরন্দিন সদস্যদের বিতাড়ন
১৭৯৩	৪-৫ সেপ্টেম্বর	জ্যাকবিন অভ্যুত্থান ও সন্ত্রাস সৃষ্টি
১৭৯৪	২৭ জুলাই	রোবসপিয়ারের পতন
১৭৯৫	এপ্রিল ও মে	সংবিধান ও খাদ্যের দাবিতে দাঙ্গা

এই সকল তাৎক্ষণিক অভ্যুত্থানের সাফল্যের খতিয়ানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এদের গণমুখী বৈপ্লবিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে যা সন্ত্রাসের দিনের পটভূমি রচনা করে।

বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী (Revolutionary Calendar) :

সন্ত্রাসের শাসনকালীন বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী গ্রহণের কারণ ছিল সনাতন ঐতিহ্য ও আদর্শমুক্ত নতুন বিপ্লবী যাত্রার প্রতিজ্ঞা। ২১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২ সালে রাজতন্ত্র অবসানের পরের দিন থেকে বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী চালু হয়। এতে বছরকে ৩০ দিনের বারো মাসে ভাগ করা হয়। সাত দিনের সপ্তাহ বাতিল করে প্রতি মাসকে দশ দিনের দেকাদ-এ (Decade) নামকরণ করা হয়। বছরের অতিরিক্ত পাঁচদিন। ১৭-২১ সেপ্টেম্বর সাঁকলোতিদ নামে চিহ্নিত করা হয়। নতুন বর্ষপঞ্জীর মাসগুলো এরূপ—

ভ্যদেমিয়র	(Vendemiare)	সেপ্টেম্বর/অকটোবর	দ্রাক্ষা ফলের রস
ব্রুমের	(Brumaire)	অকটোবর/নভেম্বর	কুয়াসার মাস
ফ্রিমের	(Frimaire)	নভেম্বর/ডিসেম্বর	তুষারের মাস
নিভজ	(Nivose)	ডিসেম্বর/জানুয়ারি	হিমানীর মাস
প্লুভিয়স	(Pluviose)	জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি	বাদলের মাস
ভঁতজ	(Ventose)	ফেব্রুয়ারি/মার্চ	হাওয়ার মাস
জারমিনাল	(Germinal)	মার্চ/এপ্রিল	মুকুলের মাস
ফ্লোরেয়াল	(Floreal)	এপ্রিল/মে	ফুলের মাস
প্রেরিয়াল	(Prairal)	মে/জুন	প্রান্তরের মাস
মেসিদর	(Messidor)	জুন/জুলাই	ফসল কাটার মাস
ত্যরমিদর	(Thermidor)	জুলাই/আগস্ট	উত্তাপের মাস
ফ্রুক্তিদর	(Fructidor)	আগস্ট/সেপ্টেম্বর	ফলের মাস

২.১৩ অনুশীলনী

১। ফ্রান্সের পুরাতন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। কী অর্থে ১৭৮০-র দশকে ফ্রান্স এক বৈপ্লবিক সংকটের সম্মুখীন হল?

২। ফরাসি বিপ্লবের উন্মেষে দার্শনিক গোষ্ঠীর ভূমিকা নির্দেশ করুন।

৩। ফ্রান্সে অভিজাততান্ত্রিক বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা কর এবং এর গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৪। ফরাসি বিপ্লবকে কোন অর্থে বুর্জোয়া বিপ্লব বলা যায়?

৫। সংবিধান সভা (১৭৮৯-৯১) ফ্রান্সে কী ধরনের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেছিল? এই ব্যবস্থাগুলির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করুন।

৬। ফ্রান্সের সন্ত্রাসের শাসনের পটভূমি ও তাৎপর্য কী ছিল? তুমি কী সন্ত্রাসের শাসনের রাজত্বকে সমর্থন করুন?

৭। ডিরেকটরি শাসনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্দেশ করুন।

৮। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) আটলান্টিক বিপ্লব কী (খ) ফ্রান্সের কর ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করুন। (গ) ফ্রান্সের পুরাতন ব্যবস্থার প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণ কী? (ঘ) বাস্তিল কারাদুর্গের পতনের কারণ ও তাৎপর্য কী? (ঙ) ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণা পত্রের

আদর্শ কী? (চ) জন-নিরাপত্তা সমিতি কী? (ছ) জিরোন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলের সামাজিক ও আদর্শগত ব্যবধান কী? (জ) সন্ত্রাস শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা কী? (ঝ) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সন্ত্রাস কী? (ঞ) 'মহাআতঙ্ক' সন্ত্রাস শাসনের কোন পরিবেশে উদ্ভূত হয়েছিল?

২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

ফরাসী বিপ্লবের পাঠ নির্দেশিকার প্রধান বাধা—গবেষণা গ্রন্থাদির অতি প্রাচুর্য—সেই জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা হল।

1 A Goodwin : The French Revolution

2 Georges Lefebvre : The Coming of the French Revolution. (Translated by R. R. Palmer)

3 Georges Rude : The Revolutionary Europe (Fontana European history series)

4 Francis Furet : Revolutionary Europe (1770–1880)

5 প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী—ফরাসী বিপ্লব (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুলাই ১৯৭৯)

6 আবুল কালাম—ফরাসী বিপ্লবের পটভূমি ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪)

একক ৩ □ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান (১৭৯৫-১৮০৭)

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-৯৯)
৩.৩ ফরাসি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম ও নেপোলিয়ান
৩.৪ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ও ইউরোপের পুনর্গঠন
৩.৫ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য
৩.৬ ফরাসি শাসনের যৌক্তিকতা
৩.৭ ডিরেক্টরি শাসন
৩.৮ সারাংশ

৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন :

- ফ্রান্সের বিপ্লবী নায়ক নেপোলিয়ানের উত্থান ও বৈপ্লবিক সংস্কার
- নেপোলিয়ান ও আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্রের জন্ম
- নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ও ইউরোপীয় পুনর্গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে নেপোলিয়ান প্রায় দুই দশক ধরে বিপ্লবী নায়ক হিসাবে শুধু ফ্রান্স নয় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের এক বিশাল অঞ্চলের একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন।

ডিরেক্টরি শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম কনসাল বৈপ্লবিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উদার বাণীকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ নেপোলিয়ানের শাসনে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হয়ে ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল।

ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা রক্ষা করার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। নেপোলিয়ান ১৮০৫-১৮০৭ সালের মধ্যে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাজিত করে টিলসিটের সন্ধির পর ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছোন। তিনি ইতালি, জার্মানি সহ ইউরোপে তাঁর সাম্রাজ্যের মাধ্যমে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। নেপোলিয়ান ছিলেন ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের প্রতীক।

৩.২ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-৯৯)

ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রায় দুই দশক ধরে বিপ্লবের অন্যতম অগ্রণী নায়ক হিসাবে শুধু ফ্রান্সের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে নয় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগেও একচ্ছত্র নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের এক সংকট মুহূর্তে ফরাসি জনগণের কাছে তার সম্মোহনী আবেদন কিছুটা চমকিত করে। কারণ এই অর্ধ ইটালীয়ান-কার্সিকান ব্যক্তি ফরাসি জনগণের এক অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা হিসাবে চিহ্নিত হন। তাঁর জন্ম ১৭৬৯ খ্রিঃ কার্সিকা দ্বীপের এক প্রান্তিক অভিজাত পরিবারে। তিনি অভিজাত পরিবারে জন্মের সুযোগ গ্রহণ করে ফরাসি সরকারের দাক্ষিণ্যে রাজকীয় সামরিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। ১৭৭৯-৮৪ সালে ব্রিঁয়া-র (Brienne) সামরিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেও তাঁর প্রথম জীবনচরিতকার স্তাঁধাল মন্তব্য করেছেন যে, তিনি পাঠ্যসূচির মধ্যে সমকালীন বুদ্ধিজীবী, হিউম, মন্টেস্কুর উদারনৈতিক চিন্তাধারার কোনো স্পর্শ পাননি। ভালোভাবে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করলেও সামরিক পাঠক্রমের চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি কোনে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেননি। ১৭৮৫ খ্রিঃ সামরিক বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে তিনি স্থায়ীভাবে কর্সিকা থেকে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। ১৭৯৩ সালের জুন মাসে জ্যাকোবিন দলের অবিসংবাদী নেতা রোবস্পিয়ারের প্রিয়পাত্র হিসাবে ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীর এই অজানা সেনানায়ক বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যান। ১৭৯৫ সালের থার্মিডরের অভ্যুত্থানের পর এক অভিজাত মহিলা যোশেফাইনেকে বিবাহ করে ডিরেকটরি প্রশাসনের মধ্যমণি ব্যারাসের সহযোগিতায় নেপোলিয়ান বিখ্যাত ইটালী অভিযানের সেনানায়ক হিসাবে ১৭৯৬ সালের ১০ মে লোদির যুদ্ধে অস্ট্রিয়া সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন ও মিলান নগরীতে ১৭৯৬ সালের মে মাসে ফরাসি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ডিরেকটরি শাসনের ফলে ফ্রান্স অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত হয়ে নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযানের সামরিক গৌরবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ডিরেকটরি প্রশাসনের অন্যতম প্রবক্তা কার্ণো নেপোলিয়ানের উপর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখতে ব্যর্থ হন। নেপোলিয়ানের অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ নানাবিধ সংকট ও প্রশাসনিক দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

১৭৯৫ সালের নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযানের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক অগ্নিগর্ভ সংকটে পরিণত হয়। অবাধ মূল্যস্ফীতি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দুঃখ ও অভাবকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, চোর, ডাকাত ও ভবঘুরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ কিছু বুর্জোয়ার হাতে প্রচুর অর্থসম্পদ জমেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রী ও উগ্রবামপন্থী আন্দোলনের চাপে ডিরেকটরি শাসনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। নেপোলিয়ান সেই সুযোগ গ্রহণ করে ১৭৯৯ সালে প্রথম কনসাল ও ১৮০৪ সালে সরাসরি সম্রাট পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নেপোলিয়ান ১৭৯৯-১৮০৪ পর্যন্ত কনসাল হিসাবে এবং ১৮০৪-১৮১৫ সাল পর্যন্ত সম্রাট হিসাবে ফ্রান্স শাসন করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষিতে শাসক হিসাবে নেপোলিয়ানের ভূমিকা ইঙ্গিত করে ইংরেজ ঐতিহাসিক ফিসার মন্তব্য করেছেন, "নেপোলিয়ানের সামরিক বিজয় ক্ষণস্থায়ী হলেও তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার গ্রানাইট প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।" অসামরিক শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বহু গুণের অধিকারী ছিলেন নেপোলিয়ান—কল্পনা, উদ্ভাবনা শক্তি, প্রশাসনের সকল ব্যাপারে যত্ন ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ফরাসি বিপ্লবোত্তর প্রশাসনিক শূন্যতাকে দক্ষতার সঙ্গে পূরুণ করে ছিলেন। পুরাতন ব্যবস্থার সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে কনসালেট প্রশাসনে তিনি ফ্রান্সের সর্বত্র এক

অসাধারণ আশা ও উদ্দীপনার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। যার ফলশ্রুতি কেন্দ্র ও স্থানীয় প্রশাসনে ফরাসি জনগণের বাস্তব পরিস্থিতির উন্নতি বিধানে লক্ষ করা যায়। সাধারণ আইন ব্যবস্থার বাইরে কোনো সুবিধাভোগী নাগরিকদের কোনো প্রাদেশিক আইনসভা, কোনো গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠান অটুট থাকল না। প্রতি ডিপার্টমেন্টে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রবক্তা হিসাবে প্রিফেক্ট অথবা পৌরসভার মেয়র সরাসরি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসকের নির্দেশ দ্বিধাহীনভাবে পালন করতেন। ডিরেকটরি শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান নিজেকে বৈপ্লবিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে উপস্থিত করেন। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের উদার বাণীকে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনার মাধ্যমে তাকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসক ও আধুনিক উদারনৈতিক প্রশাসনের এক বিচিত্র সংমিশ্রণে তাঁর প্রশাসন ফরাসি বিপ্লবের মৌল আদর্শের সমন্বয় ও সমীকরণের এক অনন্য সংযোজন। তার প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনা ও বিধি ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শগত স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতির ফলে বিপ্লবের প্রবক্তা হিসাবে তাঁর উজ্জ্বল ভাবমূর্তি কখনও কখনও ম্লান হয়ে গিয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে, ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ নেপোলিয়ানের শাসনে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়ে ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। ফ্রান্সে বিপ্লবের স্রোত মন্দীভূত হলেও ইউরোপে তার ঢেউ স্পর্শ করেছিল। জ্যাকোবিন দল যা করতে পারেনি নেপোলিয়ান তার সূচনা করেছিলেন।

৩.৩ ফরাসি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম ও নেপোলিয়ান

নেপোলিয়ানের শাসনের প্রথম পর্ব কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের পুরাতন কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে এক নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের পরিকাঠামো রচনা করেন। ষোড়শ শতক থেকে ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বিশিষ্ট ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে সমগ্র ইউরোপের কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্রের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ সামন্ত প্রথা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের পুনর্গঠিত করে নেপোলিয়ান অত্যন্ত সযত্নে প্রশাসনিক পরিকাঠামো আইন পরিষদ, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, অর্থ ব্যবস্থা, শিক্ষা, আইন বিধি এমন কি চার্চ ব্যবস্থাকেও আমূল পরিবর্তন করেন। এই নবগঠিত ফরাসি জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল গণ সমর্থন যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব শুধু ফ্রান্স নয় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও অনুকরণ সৃষ্টি করেছিল।

ফরাসি বিপ্লবের প্রথম সংকেত হিসাবে ১৭৮৯ সালে মে মাস হইতে আগস্ট মাসের মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের চাপে সামন্ত প্রবু তাদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষক শ্রেণির উপর যে ভয়াবহ শোষণ অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ রাজতন্ত্রের তরফে দুঃস্থ কৃষক শ্রেণির সমর্থন লাভ একান্ত কাম্য ছিল।

কারণ তাদের সহজাত সমর্থন ছাড়া প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। বুরবোঁ রাজারা সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খণ্ডিত করলেও তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অক্ষত রেখেছিলেন। রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের অন্যতম সহযোগী যন্ত্র হিসাবে (১৬১০-১৬৪৪) মধ্যে টেইল ১৭ মিলিয়ন থেকে ৪৪ মিলিয়ন লিভরে বর্ধিত হয়েছিল সামগ্রিকভাবে করের ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাজকীয় শাসন কাঠামোর ক্রমবর্ধমান আয়তন জনপ্রতিনিধি মূলক বিধি ব্যবস্থাগুলিকে খর্ব করেছিল ব্রিটেন, বার্গান্ডি, প্রভাঁস এবং ল্যাঙডকের প্রাদেশিক জনসভাগুলি প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণের ঘোরতর বাধা দিচ্ছিল। সপ্তদশ শতকে কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিকেন্দ্রীকরণের ঝোঁক এমন এক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল যা রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ খণ্ডিত করেছিল। প্রাক্ বিপ্লবী আমলে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার এক দ্বিমুখী

নীতি গ্রহণ করেছিল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষক শ্রেণির উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক ফ্রাঁসোয়া ফুরের অভিমতে তৎকালীন ফরাসী রাষ্ট্র কৃষক শ্রেণির সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল। রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত শাসন পরিকাঠামোর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এনেছিল তাঁদের অভিজাত শিরোপা প্রদান করে অথবা উচ্চ প্রশাসনিক পদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দান করে। সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ফরাসি জাতীয় সভা ১৭৮৯ সালে ৪ আগস্ট এক অভূতপূর্ব সান্ধ্য অধিবেশনে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। সাংবিধানিক ক্ষেত্রে ১৭৮৯-৯১ সালে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ১৭৯২-৯৪ সালে গণতান্ত্রিক সাধারণ তন্ত্র, ১৭৯৫-৯৯ সালে ডিরেকটরি শাসন, কনসাল শাসন এবং নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য যা ১৭৯৯-১৮১৫ সালে নেপোলিয়ানের ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। পুরাতন ব্যবস্থার আংশিক পরিবর্তন জাতীয় মহাসভা ও জ্যাকোবিন সাধারণতন্ত্রের সময়ে গ্রহণ করা হলেও নেপোলিয়ানের কনসাল শাসন কালে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের দ্রুত রূপায়ণ অবধারিত হয়ে উঠেছিল।

পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস সাধনের জন্য প্রাক্-বিপ্লবী প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রাদেশিক স্থানীয় ও গ্রামীণ ব্যবস্থার দ্রুত পুনর্বিন্যাস একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। নেপোলিয়ানের প্রশাসনিক সংস্কারের মৌল বুনিয়াদ ছিল ১৭৯০ সালে জাতীয় মহাসভা রচিত প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর নব রূপায়ণের উপর ভিত্তি করে।

নেপোলিয়ান কনসাল ও পরবর্তী সম্রাট হিসাবে যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন তার মূল ভিত্তি ছিল পূর্বতন ৮৩টি উপ-প্রদেশ (Department)। এই সকল প্রশাসনিক এককের কর্মচারীরা ছিলেন নির্বাচিত নয়, তাঁরই প্রতিনিধি। ফ্রান্সের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে এদের উদ্যোগ ছিল অনেক বেশি সুপরিকল্পিত। কেন্দ্রীয় কোষাগারে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে জন্ম, আভিজাত্য ও বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হত না। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত ব্যবধান বিপ্লবের সময়ে লোপ পেলেও তা কার্যকরীভাবে নেপোলিয়ানের শাসনে রূপায়িত হয়েছিল।

জাতীয় মহাসভা ১৭৯১ সালে একটি সর্বজনীন বে-সামরিক আইন বিধি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। ১৭৯২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ চার্চের এক্তিয়ারের বহির্ভূত করা হয় এবং নতুন বিবাহ বিচ্ছেদ আইন রূপায়ণের চেষ্টা হয়। নেপোলিয়ানের আইন বিধি সংগ্রহ (Code Napoleon) (১৮০৪-১৮০৬) দেওয়ানি আইন বিধি প্রক্রিয়া ও ফৌজদারির আইন বিধি প্রক্রিয়া একাধারে রোমান ও প্রচলিত লৌকিক বিধির সমন্বয় সাধন করে। ওই আইন বিধি ১৯ শতকের চিন্তা-ভাবনার ফসল এবং এর মধ্যে সমকালীন সমাজ বিপ্লবের স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। এর বৈপ্লবিক প্রভাব আর্থ-সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার প্রভাব শুধু ফ্রান্স নয় প্রতিবেশী বেলজিয়াম, হল্যান্ড, লুকসেমবার্গ ও সুইজারল্যান্ডেও লক্ষ করা যায়। নেপোলিয়ানের আইন বিধির লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, বিচার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা ও আঞ্চলিক আইন বিধির বৈচিত্র্য লোপ করে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করা, আইনগত সমতা, ধর্মের স্বাধীনতা ও শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন করা। নেপোলিয়ান মেট্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বৈপ্লবিক কালপঞ্জী শেষ পর্যন্ত বাতিল করেন (১৮০৬)।

নেপোলিয়ানের আইন সংস্কার প্রাক্ বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রচলিত তিনশো প্রকারের আইন বিধির জটিলতা সংশোধন করে। এর ফলে দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রচলিত রোমান আইন ও উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক আইন বিধির বিরোধ কিছুটা হ্রাস পায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নেপোলিয়ান তাঁর রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ফরাসি কনভেনশনের ঘোষিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অধিকারের

সমতা রূপায়ণ না করে তিনি স্ত্রীকে স্বামীর নিয়ন্ত্রণে থাকার পোষকতা করেন। রাষ্ট্রের স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে প্রশাসনে নেপোলিয়ানের অন্যতম প্রেরণা সংস্কার হল প্রশাসনের কেন্দ্রীয়করণ নীতির পোষকতা করা। তিনি বুরবোঁ রাজাদের স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসনিক ঐতিহ্যকে অচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে সমকালীন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের মৌল ধারণা গণসার্বভৌমত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে, তার শক্তির উৎস আংশিকভাবে অতীত এবং আংশিকভাবে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা। তাঁর এই বৈপরীত্যের ছাপ ক্যাথলিক চার্চ পুনর্গঠনে লক্ষ করা যায়।

আজন্ম করসিকা, ইটালি ও ফ্রান্সের ক্যাথলিক ধ্যান-ধারণায় লালিত হওয়ায় নেপোলিয়ান অষ্টাদশ শতকের Enlightenment আন্দোলনের মধ্যমণি ভলটেয়ারের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। জনগণের উপর ধর্মীয় প্রভাব সম্পূর্ণ উৎখাত না করে নেপোলিয়ান ক্যাথলিক চার্চকে ফরাসি সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চার্চের প্রধান ভূমিকা ছিল আইন অনুমোদিত প্রশাসনের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য। চার্চের ঘোষিত নীতি ও শৃঙ্খলাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। ফলে ১৮০০ সালে ক্যাথলিক চার্চের কর্ণধার পোপের সঙ্গে এক বোঝাপড়া করেন যা ইতিহাসে ১৮০১ সালের Concordat বা বোঝাপড়া নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চও পোপ ফরাসি সাধারণতন্ত্রকে স্বীকৃতি জানায়। ফলে ইউরোপের রাজন্যবর্গের সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চ ও পোপের রাজনৈতিক বোঝাপড়া কঠিন হয়। এর আর একটি পরোক্ষ ফল হল দেশত্যাগী রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রতিবাদ তুলে ধরা। তবে ক্যাথলিক ধর্ম কেবলমাত্র ফরাসি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত হল। ১৮০১ সালের ধর্মীয় আপস আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্রের অন্যতম বুনিয়াদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রাক্-বিপ্লবী ফ্রান্সের সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। দীর্ঘদিনের সামরিক ও বেসামরিক অভ্যুত্থান শিক্ষার জগতে এক ব্যাপক সংকট সৃষ্টি করেছিল। ১৭৯০ সালে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে বিপ্লবীরা এক নতুন শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। নেপোলিয়ানের সময় প্যারিস, সাসবুর্গ সেঁস্পেলিয়ার প্রভৃতি নগরে মেডিকেল বিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের শিক্ষা কেন্দ্র (ইকোল পলিটেকনিক) বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ইকোল নরমালিস, নব প্রতিষ্ঠিত কলা ও বিজ্ঞানের জন্য পৃথক জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পূরণ না করলেও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

ডিরেকটরি শাসনকালে ফরাসি সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে কোনো বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি কিছুটা উন্নতমানের হলেও ছাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ ছিল নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। নেপোলিয়ানের আমলে শিক্ষার পরিকাঠামোর গুণগত পরিবর্তন ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে স্থানীয় পৌর প্রশাসন ও অভিভাবকেরা যৌথভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মাধ্যমিক স্তরে এক ধরনের উচ্চবর্গীয় বিদ্যালয় Lycee প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি মূলত সামরিক বিদ্যালয় হিসাবে গঠিত হলেও সাহিত্য বিজ্ঞান সমানভাবে পাঠ্যসূচিতে স্থান পেয়েছিল। ১৮০৬ সালে প্যারিস মহানগরীতে এক রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় যা সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের সকল বিভাগকে একটি সরকারি বিভাগ হিসাবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। তিনি অর্থনৈতিক সম্পদের সদব্যবহারের জন্য গবেষণার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল স্বাদেশিকতা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, নাগরিক ও দক্ষ প্রশাসক গড়ে তোলা। নেপোলিয়ানের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষত নারীজাতির প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ পায়। তিনি নারীজাতির প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্ত্রী ও জননীর দায়িত্ব বহন করবে এই সঙ্কীর্ণ আদর্শের পোষকতা করতেন যার অর্থ হল গৃহের অভ্যন্তরেই নারীজাতির একমাত্র আশ্রয় স্থান।

৩.৪ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ও ইউরোপের পুনর্গঠন

১৮০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত নেপোলিয়ান ফ্রান্সের 'প্রাকৃতিক সীমারেখা' অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হলেও ফরাসি জনসাধারণের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ভাবমূর্তিকে প্রকট করে তোলেননি। নেপোলিয়ানের চরম শত্রু ইংল্যান্ডও মনে করেছিল যে, ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন নেপোলিয়ান। তবে রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ না করলেও সামরিক গৌরব ও ক্ষমতার লোভ ছিল তার সহজাত। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, 'শক্তি আমার রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রেরণা, শিল্পী যেমন তার শিল্প সৃষ্টিকে ভালোবাসে আমি সেইরূপ শক্তির উপাসনাকে আমার আরাধ্য দেবী হিসাবে দেখি'। তবে নিছক ক্ষমতার লোভই নেপোলিয়ানকে সাম্রাজ্য গঠনে অনুপ্রাণিত করেনি। ঐতিহাসিক সোরেল (Sorel) ইঙ্গিত করেছেন যে, বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সে প্রাকৃতিক সীমানা সুরক্ষা করার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, 'নেপোলিয়ানের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের পরাজয়। নেপোলিয়ানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ইংল্যান্ডের বিরোধিতা। নেপোলিয়ানের মূল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষা করা।' তবে এই সকল ধ্যানধারণা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি আমিয়ান্সের (Amiens) সন্ধির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাহা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮০৩ খ্রিঃ পর নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া তৃতীয় কোয়ালিশন গড়ে তুলল। কিন্তু ১৮০৫-১৮০৭ সালের মধ্যে নেপোলিয়ান ইউরোপের শক্তিশালী রাজ্যগুলিকে একে একে পরাজিত করেছিলেন। নেপোলিয়ানের চমকপ্রদ বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্টারলিজের যুদ্ধ (২ ডিসেম্বর, ১৮০৫)। জেনা ও অয়ারস্টাটের যুদ্ধে প্রাশিয়া পরাজিত হল। তারপর নেপোলিয়ান ১৮০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইলাউ ও ফ্রিডল্যান্ডের যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাস্ত করেন। রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার তার মিত্র ইংল্যান্ড ও প্রাশিয়ার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে নেপোলিয়ানের সাথে টিলসিটের সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হলেন (জুলাই, ১৮০৭) এইভাবে নেপোলিয়ান ১৮০৫ থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে ইউরোপের তিনটি শক্তিশালী দেশকে পরাজিত করে এবং রাশিয়াকে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ করে তার ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে আরোহন করেন।

নেপোলিয়ানের আকস্মিক অভ্যুত্থান ইউরোপে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। তিনি সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন দেশের রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে কার্যত এক নতুন ইউরোপের জন্ম দেন। নবগঠিত এই ইউরোপের মৌলিক ভিত্তি ছিল তার প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। কারণ ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ১৮০৪ সালের পর নেপোলিয়ান সাধারণতন্ত্রের কাঠামো ধ্বংস করে তার ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার নেপথ্যে ছিল তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ইউরোপীয় যুদ্ধের সামরিক প্রয়োজন ও তার আরোপিত মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা। অবশ্য নেপোলিয়ান কোনো একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ছক অনুসরণ করেননি। ইউরোপের যে দুটি অঞ্চলে নেপোলিয়ানের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তা হল ইটালী ও জার্মানি। অসংখ্য ছোটো ও বড়ো রাষ্ট্রে তখন ইটালী ও জার্মানি বিভক্ত ছিল। দুটি দেশের উপরই অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় রাজারা একই সঙ্গে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজমুকুট পরতেন। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ক্রমশ এক ধূসর স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। নেপোলিয়ান মধ্যযুগের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার ক্ষীণ যোগসূত্র ছিন্ন করে ইউরোপের রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের পথ প্রশস্ত করেন। অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে ইটালীর রাজনৈতিক জগতে ব্যাপক পরিবর্তন-এর সূচনা হয়েছিল। সেই সময় ইটালী চারটি প্রধান রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল—উত্তর ইটালীর পিডমন্ট ও লম্বার্ডি, নেপোলিয়ানের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন মধ্য

ইটালীর টাস্কানী, পার্মা, মডেনা, লুক্কা, বুর্বো শাসিত দক্ষিণ ইটালীর নেপলস ও সিসিলি এবং পোপের অধীন রোম রাজ্য।

জার্মানিতে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আরও চমকপ্রদ। নেপোলিয়ান জার্মান রাজনৈতিক জটিলতা সরলীকরণ করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি ১৮০৬ সালের জুলাই মাসে রাইন কনফেডারেশন গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিতে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্ম শক্তি খর্ব করা। রাইন সংযুক্ত রাজ্যের অন্যতম সদস্য হিসাবে ব্যাভেরিয়া, স্যাকসনী, উট্রেখবার্গ সহ আরও কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার কিছু কিছু অঞ্চল দখল করে শক্তিশালী হয়। এছাড়া হ্যানোভার, ব্রান্সউইক, হেসী-ক্যাসেল প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যাংশ নিয়ে ওয়েস্ট ফেলিয়া রাজ্য গঠন করা হল। প্রাশিয়া ও রাশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে তিনি গঠন করলেন আরেকটি রাজ্য, যার নাম গ্রান্ডডাচি অব ওয়ারস। এর পরিচালনার ভার দেওয়া হল স্যাকসনীকে। জার্মানির রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে মোট জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩০০টি থেকে ৩৯টি রাষ্ট্রে হ্রাস পায়।

ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিবর্তন ঘটেছিল। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হল্যান্ড রাজ্য ও সুইস কনফেডারেশন। নেপোলিয়ান ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যখণ্ড পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি সেই সব রাষ্ট্রে কর্ণধার হিসাবে পূর্বতন শাসকদের অপসারিত করে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা অনুচরকে নিয়োগ করেন। এই নীতি অনুসরণ করেই তিনি তার ভাই লুইকে হল্যান্ডে, আর এক ভাই জেরোমকে ওয়েস্ট ফেলিয়ায়, নিজের সৎপুত্র ইউজিনকে লম্বার্ডিতে, আর এক ভাই যোসেফকে প্রথমে নেপলস ও পরে স্পেনের রাজা হিসাবে নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ান নিজেকে ইটালীর রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

৩.৫ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের সমগ্র ইউরোপে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। অধ্যাপক ডেভিড টমসন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'ইউরোপে কখনই তার পুরানো ব্যবস্থায় ফিরতে পারেনি। যদিও তার পতনের পর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ব্যাপকভাবে পুরতন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়। বস্তুত যেখানেই নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছিল, সেখানেই পুরাতন ব্যবস্থার পতন হয়েছিল।' নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য-এ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ সামন্ততান্ত্রিক ভৌম ব্যবস্থার অবলুপ্তি। তার সাম্রাজ্যে চার্চের সর্বগ্রাসী প্রভাব হ্রাস, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও কৃষকদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং কর ব্যবস্থাকে সুষম ও দক্ষ করা হয়। অবাধ বাণিজ্যের পথে অভ্যন্তরীণ শুল্কের বাধা অপসৃত হয়। গিল্ডগুলির বিশেষ সুযোগ সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় যোগ্য ব্যক্তির সমাদর, বংশ কৌলিন্যের চেয়ে গুরুত্ব লাভ করে। ফলে সমগ্র ইউরোপে এক মুক্তির পরিবেশ তথা আধুনিক ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়। সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক ভাবধারা ও রোমান আইনের অপূর্ব সমন্বয়ের ফলশ্রুতি কোড নেপোলিয়ান ইউরোপের সর্বত্র গ্রহণীয় হয়। ফরাসি বিপ্লব যা করতে পারেনি, নেপোলিয়ান সেই অসম্পূর্ণ কর্মসূচিকে সার্থকতার রূপ দিতে পেরেছিলেন। নেপোলিয়ান তার সাম্রাজ্যের মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ক্ষণস্থায়ী হলেও তিনি ছিলেন ইউরোপীয় বিপ্লবের প্রতীক। নিজের অজ্ঞাতসারে নেপোলিয়ান জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। যা ইটালী, জার্মানি, পোল্যান্ড তথা সমগ্র পূর্ব ইউরোপে এক নতুন স্বাদেশিক চেতনার সৃষ্টি করেছিল। জীবনের শেষ পর্বে জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিবাদের স্পর্শ থেকে বিচ্যুত হলেও ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকারী হিসাবে নেপোলিয়ান কিছুটা অপরিকল্পিত ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে ইউরোপে বৈপ্লবিক মুক্তির অগ্রদূত ছিলেন।

৩.৬ ফরাসি শাসনের যৌক্তিকতা

ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিকরা সন্ত্রাস শাসনের উত্থান-পতন-বন্ধুর অতি নাটকীয়তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করেও, এর গুরুত্বকে একেবারে নস্যাৎ করতে পারেন না। এর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এর সঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা না করে এর উপর আলোকপাত করা সম্ভব নয়।

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে ১৭৯৩ খ্রিঃ সদ্যোজাত ফরাসি সাধারণতন্ত্রের এক চরম সংকট মুহূর্তে যা দেশের অভ্যন্তরেও বৈদেশিক ক্ষেত্রে নিদারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। সমগ্র দেশে গৃহযুদ্ধের এক ভয়াল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। প্যারিস কমিউনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশকে বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং লিয়ঁ মার্সেই, বোর্দো এবং নান্তেস প্রভৃতি বহু নগরী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের ধ্বজা উত্তোলন করেছিল। এই সকল নগরী মনে করত অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে প্যারিস অধিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না। এছাড়া ধর্মীয় বিরোধ থেকেই গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। ফ্রান্সের ব্রিটানী অঞ্চলের স্বল্প পরিচিত লা-ভেন্ডিতে কৃষকশ্রেণী বিদ্রোহ করেছিল। লা-ভেন্ডিতে কৃষক অভ্যুত্থান একদিকে ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অপরদিকে রাজতন্ত্রে পুনরুজ্জীবনের জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ফ্রান্সের বাইরে ফরাসি সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক বিশাল ইউরোপীয় শক্তি গোষ্ঠী জোট বেঁধে ছিল।

জাতীয় কনভেনশনের সদস্যবৃন্দ দেশের এই অভূতপূর্ব সংকটের মোকাবিলা করার জন্য এক আপৎকালীন একনায়কতন্ত্র পত্তনের মাধ্যমে দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষা ও দেশের মাটি থেকে বৈদেশিক অভিযান হঠিয়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়। সমকালীন জনপ্রিয় নেতা মারা (Marat) মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আমরা স্বাধীনতার জন্য এক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব যাহা রাজন্যবর্গের স্বৈরতন্ত্রকে ধ্বংস করবে।' সন্ত্রাস প্রশাসনের তিন ধরনের কর্মসূচি লক্ষ করা যায়। রাজতন্ত্র ও প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক সন্ত্রাস, খাদ্যের মজুতদার ও মুদ্রার অসৎ কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে এবং খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সন্ত্রাস।

ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস ও বিপ্লব প্রায় সমার্থক। সন্ত্রাসের ইতিবাচক দিকগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এর মূল্যায়ন সঠিক নয়। দেশত্যাগী সামন্ত প্রভুদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন ও সামন্ততান্ত্রিক দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি দান করা হয়। মজুতদার ও মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিপ্লবীরা মেহনতী মানুষদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিল। অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে অনেক কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হয়েছিল। কারিগরী শিক্ষা, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা, এমনকি উপনিবেশগুলিতে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছিল। ওজন, মাপ ও মুদ্রায় দশমিক ব্যবস্থা চালু করেছিল। তবে খ্রিস্ট ধর্ম বিলোপের জন্য নতুন ধর্মমত এবং বৈপ্লবিক বর্ষপঞ্জী জনপ্রিয় হয়নি। সুতরাং সন্ত্রাসের শাসনের অমানবিক নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার সত্ত্বেও এর কিছু গঠনমূলক দিকও ছিল।

ফ্রান্সে সন্ত্রাস শাসনের নেপথ্যে রয়েছে বৈপ্লবিক ঘটনা ধারার অমোঘ গতি এবং সন্ত্রাস ব্যতিরেকে ফরাসি বিপ্লবকে রক্ষা করা যেত না। সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করে। সন্ত্রাস ফ্রান্সের ঐক্যকে রক্ষা করে প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করে ও ফ্রান্সে বৈদেশিক অভিযানকে প্রতিহত করে। তবে দেশের সংকট অতিক্রম হওয়ার পরেও বিপ্লবী নেতা রোবসপিয়ার ফ্রান্সে সন্ত্রাস অক্ষুণ্ণ রাখেন। কারণ তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ ছিল নৈতিক উৎকর্ষের রাজত্ব (Reign of Virtue) প্রতিষ্ঠা। ফ্রান্সের অধিকাংশ জনগণ তার হিংস্র, চরমপন্থী মনোভাবের জন্য বিপ্লব সম্পর্কে ক্লান্ত ও উদাসীন হয়ে পড়েছিল। ফলে বৈদেশিক অভিযানের আশঙ্কা হ্রাস পেল এবং অভ্যন্তরীণ সংকট লুপ্ত হল তখন সন্ত্রাসের যৌক্তিকতার শেষ হল।

বহু ঐতিহাসিক অহেতুক রক্তপাতের জন্য সন্ত্রাসের রাজত্বের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু সন্ত্রাসের হিংস্র মনোভাবের জন্য নিন্দা করলে সন্ত্রাসের ইতিবাচক দিকগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক সন্ত্রাসকে এক দুর্ভাগ্যপূর্ণ দুঃস্বপ্ন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে, সন্ত্রাসের রক্তপাতের বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিপ্লবের সংকট মুহূর্তে ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সন্ত্রাসের দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ইংরাজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স 'এ টেল অব টু সিটিজ'-এ বিপ্লবকালীন প্যারিস নগরীর যে চিত্র উপস্থাপনা করেছেন তা আদৌ ইতিহাসসম্মত নয়।

সন্ত্রাসের শাসনে জাতীয় কনভেনশন বহু ইতিবাচক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণ করেছিল। সরকারি সন্ত্রাস প্রধানত ১৭৯৩ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বৈপ্লবিক বিচারালয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছিল। এই বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যা প্যারিস কমিউনের সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠীর সন্দেহ নিরশন ও জন নিরাপত্তা পরিষদের জঙ্গী শাসনের সাম্য ও বৈপ্লবিক আদর্শের সাফল্য ঘোষণা করা। সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ফলে বৈপ্লবিক সরকার সর্বোচ্চ আইন দ্বারা মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়।

সন্ত্রাস প্রয়োজনীয় হলেও সন্ত্রাসকালীন যে অহেতুক রক্তপাত ও ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খলতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। প্যারিস নগরীতে বৈপ্লবিক বিচারালয় মোট ২৬৩৯ জন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল এবং বিপ্লবী পরিষদ ১৭,০০০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। এছাড়া নির্বিচারে প্রাণদণ্ডের বলি হিসাবে ৪০,০০০ আরও মানুষ সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে আদৌ অপরাধী ছিল না। প্যারিসের বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে নিরীহ মানুষের অকারণ রক্তপাত ঘটেছিল—যার উদ্যোক্তা ছিলেন কনভেনশনের প্রেরিত জননিরাপত্তা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা। ক্যারিয়ের নামে জনৈক জ্যাকবিন নেতার নির্দেশে লিঁয় শহরের বিদ্রোহীদের পাইকারিভাবে লয়ার নদীর জলে হত্যা করার ফলে মৃতদেহ পচে নদীর জল কলুষিত হয়।

সন্ত্রাসের শাসনের সবচেয়ে ভীতিপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল, চরমপন্থী বিপ্লবী গোষ্ঠীর আদর্শগত বিরোধ তথা অন্তর্ঘাতের অনিবার্য পরিণতি বহু মানুষের অহেতুক প্রাণনাশ হয়। জিরেন্দিন নেতা দাঁতো, মাদাম, রোঁলা প্রমুখ বহু জননেতা সম্পূর্ণ অকারণে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁরা অন্যান্য বিপ্লবীদের থেকে স্বাদেশিক চেতনায় কম উদ্বুদ্ধ ছিলেন না অথবা বিপ্লবী আদর্শের বিরোধী ছিলেন না। তাদের একমাত্র অপরাধ তাঁরা ক্ষমতালোভী জ্যাকোবিন নেতাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন না। সন্ত্রাস শ্রেণি যুদ্ধের হাতিয়ার ছিল না। ঐতিহাসিক লেফেভর ও কোবানের মতে, গিলোটিনে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের শতকরা ৮৫ জনই তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত যাজক ও অভিজাতদের মধ্যে যথাক্রমে ৬.৫ ও ৮.৫ শতাংশ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ডেভিড টমসনের মতে, সন্ত্রাসে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের শতকরা ৭০ জন ছিল কৃষক ও সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠীর মানুষ।

তবু সন্ত্রাসের শাসনের ভয়াবহতা নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলাও অনুচিত। এর ফলে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছিল বলে মনে করার কারণ নেই। বাস্তিল দুর্গের পতনের সময় থেকেই ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ অশান্তি ও হিংসাশ্রয়ী ঘটনার সঙ্গে অনেকটা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। সুতরাং সন্ত্রাস তাদের কাছে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। তবে সন্ত্রাসের শাসন সম্ভব হয়েছিল। কারণ তার পূর্বেকার সকল পরিচিত সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সন্ত্রাসের সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, ইহা বিপ্লব ও সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল। সন্ত্রাস ১৭৯৪ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তারপর ওই স্বৈরাচারী শাসন যখন রোবসপিয়ারের একক শাসনে রূপান্তরিত হয় তখন সন্ত্রাস শাসনের সকল যৌক্তিকতা নিঃশেষিত হয়েছিল।

৩.৭ ডিরেকটরি শাসন (১৭৯৫-১৭৯৯)

জাতীয় কনভেনশনের পর ফ্রান্সে ডিরেকটরি শাসন শুরু হয়। ১৭৯৫ সালে জাতীয় কনভেনশনের যে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ অবশিষ্ট ছিল তারা ১৭৯৩ সালের জ্যাকোবিন সংবিধানের সর্বজনীন ভোটাধিকার দাবি অগ্রাহ্য করে সম্পত্তির ভিত্তিতে এক সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলে। ১৭৯৫ সালের সংবিধান বিপ্লবের ইতিহাসে তৃতীয় বৎসরের সংবিধান (The Constitution the year III) নামে পরিচিত। এই সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটের অধিকার প্রদান করা। কিন্তু সর্বজনীন ভোটের অধিকার স্বীকৃত হল না। আইন পরিষদ দুটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়। ৫০০ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ ও ২৫০ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চতর বর্ষীয়ান পরিষদ। প্রশাসনের কর্ণধার হিসাবে ৫ জন ডাইরেকটরদের নামানুসারে এই শাসন 'ডিরেকটরি শাসন' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ৫ জনের মধ্যে প্রতি বছর একজন অবসর নেবেন এবং আইন পরিষদ ৫ বছরের জন্য এদের নির্বাচিত করবে। এই নয়া সংবিধানে প্রশাসন ও আইন পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ হলে সেই সংকট সমাধানের কোনো ব্যবস্থা সংবিধানে না থাকায় ১৭৯৯ সালে এই সংবিধান নস্যাৎ হয়ে যায়।

একদিকে সন্ত্রাসের শাসনের ভয়াবহতা ও অন্যদিকে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-এর চমকপ্রদ উত্থানের মধ্যবর্তী এই ৫ বছরের ইতিহাসকে কিছুটা অবহেলা করে ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেন। এই পাঁচ বছরের ইতিহাস পুরোপুরি বিপ্লবের অঙ্গীভূত না পুরোপুরি নেপোলিয়ানের জীবনের ইতিহাস। একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিপ্লবের গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হলেও এর পরবর্তী পর্বে নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল। ডিরেকটরি শাসন ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্র—এতে অভিজাত এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়নি সংবিধানের দুর্বলতার ফলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। আইনসভা ও ডিরেকটরির মধ্যে সুষ্ঠু বোঝাপড়ার অভাব, সম্ভাব্য, বিরোধের মোকাবিলার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ডেভিড টমসনের মতে, দুর্নীতিপরায়ণ ডিরেকটরদের জন্য বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণির একটি ভগ্নাংশের উপর নির্ভরশীল ও তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে ডিরেকটারি শাসন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেনি। দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বামপন্থী জ্যাকোবিনদের বিদ্রোহ সামাল দিতে তারা সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। এই আমলে প্যারিসের জীবনযাত্রার মান কল্পনাতীত ভাবে বেড়ে যায়। ১৭৯০-এর তুলনায় ১৭৯৫-এর নভেম্বরে মূল্যমান পাঁচ হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। গরিব জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। চরম বামপন্থী নেতা ব্যাবুফের উদ্যোগে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের এই ছিল সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। ডেভিড টমসনের মতে, ব্যাবুফের আন্দোলন নিয়ে অনেকেই বাড়াবাড়ি করেছেন এবং তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন।

তবে বামপন্থীরা নয়, ডিরেকটরির বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা। ১৭৯৭ সালের আকস্মিক নির্বাচনে ২১৬টি আসনের মধ্যে পুরনো কনভেনশনের ১১ জন সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্যের অধিকাংশ ছিলেন রাজতন্ত্রী এবং আইন সভার দুই কক্ষেই রাজতন্ত্রী সভাপতি নির্বাচিত হয়। তবে কৃষকরা কখনই চায়নি, যে চার্চ তার পুরানো ভূসম্পত্তি ও সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা ফিরে পাক। বিপ্লবের ফলে যে সব মধ্যবিত্ত আরও বিত্তশালী হয়েছিল, তারাও রাজতন্ত্রীদের পুনর্বাসন চায়নি। ৫ জন ডিরেকটরদের মধ্যে তিনজন প্রজাতন্ত্রী। এর মধ্যে বারাস, রিউবেল (Rewbell) এবং লা র‍্যাভেলিয়ার লেপকস্ (La Reveilliere lepeaux) প্রজাতন্ত্রী ছিলেন। ১৭৯৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রজাতন্ত্রীরা সেনানায়ক নেপোলিয়ান ও ফুচে এবং বারাসের উপর নির্ভর করে রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা ধ্বংস

করে দেয়। দু'জন রাজতন্ত্রী ডিরেকটরকে বন্দি করা হয় এবং আইন সভার ২১৪ জন সদস্যকে বিতাড়িত করা হয়। প্রজাতন্ত্রীদের জয় সাংবিধানিক পদ্ধতিতে হল না। অস্ত্রের উপর নির্ভর করেই রাজতন্ত্রীদের শায়েস্তা করা হল। ১৭৯৫ সালের সংবিধান ব্যর্থ প্রমাণিত হল।

১৭৯৭ সালের পর ডিরেকটরগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন মুদ্রা চালু করে, কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে। কৃষি উৎপাদন ভালো হওয়ায় সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। শিল্পের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফ্রান্সের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ নায়ক নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে ডিরেকটরি বৈদেশিক নীতি ছিল তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির পরিপূরক। অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক বিরোধিতা ও সাংবিধানিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সেনানায়ক নেপোলিয়ানের ইতালি অভিযান ডিরেকটরির শাসনের জনপ্রিয়তা ফেরাবার শেষ চেষ্টা হিসাবে তুলে ধরা হয়। ১৭৯৬-৯৭ সালে নেপোলিয়ান ১২টি যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রতিটিতে জয়ী হন। সার্ডেনিয়া রাজ্যকে পরাজিত করে স্যাভয় ও নীস্ ফ্রান্সের দখলে আনেন। আরকোলা ও রিভোলির যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে ১৭৯৭ সালে ক্যাম্পোফর্মিও চুক্তি অনুসারে অস্ট্রিয়ান নেদারল্যান্ড, রাইন নদীর বাম তীরের অঞ্চল এবং উত্তর ইতালির সিজালপাইন (Cisallpine) প্রজাতন্ত্রের উপর ফ্রান্সের অধিকার অস্ট্রিয়া মেনে নেয়। নেপোলিয়ান এরপর পোপের রাজ্য আক্রমণ করে প্রচুর অর্থ পান। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান মিশর অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। তিনি প্রথমে মাল্টা ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। তারপর নেপোলিয়ানের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসনের হাতে নীলদের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তাঁর মিশর অভিযানের ফলে তুরস্ক, রাশিয়া ফ্রান্সের উপর চটে যায়। এই দুটি রাষ্ট্র নিকট-প্রাচ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও আপাতত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তি জোটে যোগ দেয়। ডিরেকটরির বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। প্রাথমিকভাবে কনভেনশন ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা অর্থাৎ আলপস, রাইন ও পিরেনীজ সুরক্ষিত করবার লক্ষ্য ত্যাগ করে চরম আগ্রাসী নীতি অনুসরণ-এর মধ্যেই ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় যুদ্ধের বীজ লুকিয়ে ছিল। অবশ্য নেপোলিয়ানের ইতালি, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, রাইনল্যান্ড ও স্যাভয়—যেখানেই ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানেই ফরাসি আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। সামন্ততন্ত্র, সার্ফ প্রথার অবসান, চার্চের ভূ-সম্পত্তি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়। সুতরাং ফ্রান্সে বিপ্লবের গতি মন্দীভূত হলেও ডিরেকটরি শাসন ক্রমশ ইউরোপীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল। অধ্যাপক কোবান (Cobban) যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'ডিরেকটরি শাসনের কাজকে অবমূল্যায়ন করে কন্সাল শাসনের কাজের অতি মূল্যায়ন করা হয়।'

৩.৮ সারাংশ ঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-১৮০৭)

ফরাসি বিপ্লবের এক সংকট মুহূর্তে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট শুধু ফ্রান্স নয় পশ্চিম ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিপ্লবের একচ্ছত্র নায়ক হিসাবে দুই দশক ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬৯ খ্রিঃ কর্সিকার এক প্রান্তিক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও ফ্রান্সে বিপ্লবের প্রাক্কালে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং ১৭৯৩ সালের জুন মাসে ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৭৯৬ সালে ডিরেকটরি শাসনের মধ্যমণি ব্যারাসের অঙ্গুলি হেলনে এই অপরিচিত অর্ধ ইতালিয়ান-কর্সিকান সেনানায়ক ইতালি অভিযানের সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। ডিরেকটরি প্রশাসনের অগ্নিগর্ভ অর্থনৈতিক সংকট দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই নেপোলিয়ানের উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিল। অবাধ মূল্যবৃদ্ধি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দুঃখ ও অভাবকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ ধনিক

গোষ্ঠীর হাতে প্রচুর অর্থ সম্পদ জমেছিল। ফলে উগ্র দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী আন্দোলনের চাপে ডিরেকটরি শাসনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল। নেপোলিয়ান সেই সুযোগে ১৭৯৯ সালে প্রথম কনসাল ও ১৮০৪ সালে সম্রাটপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন : নেপোলিয়ান প্রথম কনসাল হিসাবে ফ্রান্সের প্রশাসনে সর্বত্র এক অসাধারণ আশা-উদ্দীপনার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। ডিরেকটরি শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান নিজেকে বৈপ্লবিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে উপস্থাপিত করেন। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের উদার বাণীকে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনার মাধ্যমে তাকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ নেপোলিয়ানের শাসনে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়ে ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। জ্যাকোবিন দল যা করতে পারেনি নেপোলিয়ান তার সূচনা করেছিলেন।

প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের পুরাতন কেন্দ্রীভূত বুঁর্বো শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন করেন। তিনি সযত্নে প্রশাসনিক পরিকাঠামো, আইন পরিষদ, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষা আইনবিধি এমনকি চার্চ ব্যবস্থাকেও আমূল পরিবর্তন করেন।

ইউরোপের পুনর্গঠন ও সাম্রাজ্য পরিকল্পনা

'শক্তি আমার রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রেরণা, শিল্পী যেমন তার শিল্পসৃষ্টিকে ভালোবাসে, আমি সেইরূপ শক্তির উপাসনাকে আমার আরাধ্য দেবী হিসাবে দেখি।' তবে নিছক ক্ষমতার লোভই নেপোলিয়ানকে সাম্রাজ্য গঠনে অনুপ্রাণিত করেনি। ঐতিহাসিক ফেরেল মন্তব্য করেছেন বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সে প্রাকৃতিক সীমানা সুরক্ষা করার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৮০৫-১৮০৭ সালের মধ্যে ইউরোপের অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাস্ত করে টিলসিটের সন্ধিতে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করেন।

নেপোলিয়ান সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন দেশের রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে কার্যত এক নতুন ইউরোপের জন্ম দেন। নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালে অস্ট্রিয়ার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের পথ প্রশস্ত করেন। অস্ট্রিয়ার প্রভাব খর্ব করে ইতালির চারটি খণ্ড রাজ্য— উত্তর ইতালির পিডমন্ট ও লম্বার্ডি। মধ্য ইতালির ট্রস্কানী, পার্মা, মডেনা, লুককা ও পোপের শাসিত রোম নগরী ও দক্ষিণ ইতালির নেপলস ও সিসিলি রাজ্যে নেপোলিয়ান জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা দেন। জার্মানিতে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক সরলীকরণের কাজ আরও চমকপ্রদ। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধূসর অতীত অগ্রাহ্য করে নেপোলিয়ান রাইনের সংযুক্ত রাজ্য। ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য, গ্রান্ড ডাডি অব ওয়ারস প্রভৃতি নতুন জার্মান রাজ্য স্থাপন করে মোট জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩৯টি নাতিবৃহৎ রাজ্যে হ্রাস করেন। ইউরোপের পুরাতন রাজবংশের শাসকদের অপসারিত করে তার ভাই লুইকে হল্যান্ডে, আর এক ভাই যোশেফকে স্পেনের রাজা, সৎপুত্র ইউজিনকে লম্বার্ডিতে, ডাইজেরোমকে ওয়েস্টফেলিয়াতে নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ান নিজেকে ইতালির রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

একক ৪ □ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৪)

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ নেপোলিয়ন—পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৫)
৪.৩ নেপোলিয়ান ও বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার
৪.৪ সারাংশ
৪.৫ অনুশীলনী
৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

আপনি এই একক পড়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন :

- নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।
- জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী—ভূমিকা আদর্শগত দ্বন্দ্ব।
- নেপোলিয়ান ও বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার

৪.১ প্রস্তাবনা

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ শেষ হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের সাধারণ কারণ হল—স্পেনীয় ক্ষত, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ও মস্কো অভিযান। নেপোলিয়ানের ধারাবাহিক সাফল্যের একটি বড়ো কারণ হল সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত জন সমর্থন ছাড়া কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের দুর্বলতার আর একটি উৎস হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা।

ফরাসি বিপ্লবী নেপোলিয়ানকে বিপ্লবের পাদপ্রদীপে এনেছিল। ফরাসি বিপ্লব যা রূপায়িত করতে পারেনি, তিনি তা বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব বিপ্লবের অবসান নয়, বিপ্লবের সম্প্রসারিত রূপ।

৪.২ নেপোলিয়ন-পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৫)

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। ১৮১৫ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তার পতনের তিনটি সাধারণ কারণ হল—স্পেনীয় ক্ষত, পোপের প্রতি অমর্যাদা সূচক আচরণ, ও মস্কো অভিযান—নেপোলিয়ান নিজে স্বীকার করে গেছেন। নিজেকে বিপ্লবের সন্তান হিসাবে গণ্য করলেও নেপোলিয়ান সাম্রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য বা শার্লামেনের সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর মতো একজন বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ বুঝতে পারেননি যে, সমগ্র ইউরোপের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ঊনবিংশ শতকে একান্তই অলীক স্বপ্ন।

নেপোলিয়ানের পতনের গভীরতর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডেভিড টমসন বলেছেন যে, যে কর্মপন্থার মাধ্যমে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে নিহিত ছিল তার পতনের মূল বীজ। নেপোলিয়ানের ধারাবাহিক সামরিক সাফল্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি বড়ো কারণ হল সামরিক শক্তি। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন ছাড়া কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। নেপোলিয়ানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নেপোলিয়ানের পতনের আরেকটি কারণ হল তার বহু ঘোষিত বৈপ্লবিক নীতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য গঠনের নীতির স্ববিরোধিতা। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে ইউরোপে বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তার যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল তা পরবর্তীকালে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের ফলে ম্লান হয়।

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্ববিরোধিতার আরেকটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা। ইউরোপে বিশেষত ইটালী ও জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার শক্তি ধ্বংস করেও প্রাশিয়াকে পরাস্ত করে এবং উভয় দেশে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে ও কোড নেপোলিয়ানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করে তিনি ওই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের প্রসার তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণার সংঘাত বাধল।

১৮০৮ সালে উপদ্বীপিয় যুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ফ্রান্সের শত্রুপক্ষ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়াকে উৎসাহিত করে। অধ্যাপক রুঁদে মন্তব্য করেছেন যে, এই পরাজয়ই নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পতনের পথকে প্রশস্ত করেছে।

১৮০৮ সালের জুলাই মাসে নেপোলিয়ান তাঁর ভাই যোশেফকে স্পেনের রাজপদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যোশেফের মাদ্রিদ পৌঁছানোর পূর্বেই স্পেনের গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়। স্পেনের কৃষক শ্রেণির গেরিলা যুদ্ধের অসাধারণ প্রয়োগ, ব্রিটিশ নৌ-শক্তির সমর্থন ও রাজনৈতিক সহযোগিতা ফরাসি প্রশাসনিক কাঠামোকে উৎখাত করে। রাজা যোশেফ মাত্র এগারো দিন মাদ্রিদে অবস্থানের পর রাজধানী থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। সমগ্র স্পেনে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। বিশিষ্ট ইংরেজ বাগ্মী শেরিডন আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যুত্থানকে এক বিক্ষুব্ধ জাতীয় অভ্যুত্থান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। কারণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অভিজাত ও যাজক শ্রেণি যারা চার্চের ভূসম্পত্তি জাতীয়করণের বিরোধী ছিল। স্পেনের কৃষক শ্রেণি ক্যাথলিক ধর্মানুরাগী ছিল। বুঁরবো রাজবংশ এই রক্ষণশীল কৃষক শ্রেণিকে রাজতন্ত্রের সকল রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেছিল। স্পেনের এই গণঅভ্যুত্থান ছিল যথার্থই জাতীয় অভ্যুত্থান কারণ তা ব্যাপক জনসমর্থন পুষ্ট ছিল।

আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যুত্থানের সামরিক ঘটনাবলীকে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করতে হলে ফরাসি সেনাপতি মা সেনা ও শুল্টের মধ্যে নেতৃত্বের বিরোধ, ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের ১৮১২ সালে স্যালাম্যাংকা ও ১৮১৩ সালে ভিট্টোরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ নেপোলিয়ানের জয়ের স্বপ্নকে স্পেন ও পর্তুগাল ধুলিসাৎ করে। নেপোলিয়ান এতদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের ভাড়াটে সৈন্যদের বিরুদ্ধে অল্পায়াসে যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। উপদ্বীপের যুদ্ধে তিনি প্রথম জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সেনাদলের সম্মুখীন হন এবং মহাদেশীয় অবরোধ জনিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংঘাত এই জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরও গণসমর্থন পুষ্ট করেছিল।

নেপোলিয়ান ইউরোপে তার সামরিক আধিপত্য বিস্তারের পর রাশিয়া, হল্যান্ড ও স্পেনের সহযোগিতায় সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশে ব্রিটিশ পণ্য অনুপ্রবেশের ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রবল আঘাত হানা। তিনি মনে করেছিলেন যে, ইউরোপের বিস্তীর্ণ বাজার থেকে ব্রিটিশ শিল্প পণ্যকে বহিষ্কার করতে পারলে ব্রিটিশ অর্থনীতি দ্রুত ভেঙে পড়বে।

নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালের ১৬ মে ব্রিটিশ অর্ডার ইন কাউন্সিলের ঘোষণা অনুসারে ব্রেস্ট বন্দর থেকে এলবা পর্যন্ত উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলের সকল বন্দরগুলির অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর ১৮০৬ সালের ২১ নভেম্বর তিনি বিখ্যাত বার্লিন ডিক্রি ঘোষণা করে সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনকে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, সমুদ্র পথে ফরাসি জাহাজ ব্রিটিশ নাগরিক বা ব্রিটিশ শিল্পপণ্য গ্রেপ্তার বা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। বার্লিন ডিক্রির বিরুদ্ধে ১৮০৭ সালের ৭ জানুয়ারি এক অর্ডার ইন কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্রিটেন সব নিরপেক্ষ দেশের ফ্রান্স অথবা তার মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক অবৈধ বলে ঘোষণা করে। টিলসিটের সন্ধির পর ফ্রান্সের অনুগত মিত্র হিসাবে রাশিয়া ও প্রাশিয়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরপর বাল্টিক সাগরের বাণিজ্যে ডেনমার্ক ব্রিটিশ বাণিজ্য তরীর প্রবেশের বিরোধিতা করলে ইংল্যান্ড ১৮০৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন বন্দরে পর পর তিনদিন বোমা ফেলে ডেনমার্কের বাণিজ্য তরীগুলিকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনে। ইঙ্গ-ফরাসি বাণিজ্য অবরোধ নীতি পূর্বেকার মার্কেন্টাইল যুগের বাণিজ্যিক অবরোধ নীতিরই অনুসরণ মাত্র।

নেপোলিয়ান ১৮০৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর মিলান ডিক্রির মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশে ব্রিটিশ শিল্প পণ্য অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন যে, যে সকল নিরপেক্ষ বাণিজ্য তরী ইংরেজ শিল্প পণ্য অথবা ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে সহযোগিতা করবে ফরাসি যুদ্ধ জাহাজ সেগুলিকে অবৈধ বলে বাজেয়াপ্ত করবে। মিলান ডিক্রির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, নিরপেক্ষ জাহাজের মাধ্যমে ইউরোপে শিল্প পণ্যের আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। এর ফলে ইউরোপে ব্রিটিশ শিল্প পণ্যের বৃহৎ বাজারকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার সার্বিক রূপায়ণে প্রধান তিনটি অন্তরায় হল—(১) প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, (২) চোরাচালান বাণিজ্যের প্রকোপ বৃদ্ধি, (৩) ইউরোপীয় মহাদেশে ইংরেজ বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপক লাইসেন্স প্রথা। নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনী, বন্দর রক্ষী বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও বাণিজ্য শুল্ক বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী দুর্নীতি পরায়ণ হওয়ায় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভবপর ছিল না। দ্বিতীয়ত, চোরাচালান বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ উত্তর-পশ্চিম জার্মানি ও হল্যান্ড রাজ্যের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এছাড়া চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ, সার্ডিনিয়া, সিসিলি ও মাল্টা থেকে চোরাচালান ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ত। উত্তর ইউরোপের হেলিগোল্যান্ড দ্বীপ, ব্রিমেন ও হ্যামবুর্গ বন্দর থেকে চোরাচালান বাণিজ্য উত্তর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ান এই অবৈধ চোরাচালান বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য ১৮১০ সালের অকটোবর মাসে ফন্তেনব্লো ডিক্রি অনুসারে ইউরোপে ব্রিটিশ পণ্যের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। নেপোলিয়ানের বলপূর্বক ব্রিটিশ পণ্যের ইউরোপে অনুপ্রবেশের নিষিদ্ধকরণের এই আদেশ ফরাসি সাম্রাজ্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে।

১৮০৭-১৮১০ সাল পর্যন্ত অবরোধ ব্যবস্থা ইংরেজ রফতানি বাণিজ্যক আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নতুন বাজারের সন্ধান ইংরেজ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতিকে অনেকটা পূরণ করেছিল। ১৮১০-এর পর ইংরেজ অর্থনীতি মুদ্রাসংকট ও বেকারি সমস্যার অভূতপূর্ব মাত্রা বৃদ্ধি ব্যাপক মন্দা সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে নেপোলিয়নের ফন্তেনব্লো ডিক্রি ও ট্রিয়ানন শুল্কনীতি ইংরেজ অর্থনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছিল।

নেপোলিয়ানের চোরাচালান বাণিজ্যের নিষিদ্ধিকরণ ইউরোপে ব্রিটিশ পণ্যের বাজারকে সঙ্কুচিত করলেও নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক বিক্ষোভ সুনিশ্চিতভাবে নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পর্যায়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তুলে ধরে।

নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১০-১৮১১ সালে ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তাতে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণিই নয়, ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণিও নেপোলিয়ানের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। মূল হাউসে (Mulhouse) ৬০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৪০ হাজার এবং লিওঁতে (Lyon) ২৫ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ২০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে গিয়েছিল। ফলে মহাদেশীয় প্রথা জারি করে ইংল্যান্ডকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি নিজেই জব্দ হয়ে যান। ইতিমধ্যে উপদ্বীপের যুদ্ধে নেপোলিয়ানের প্রথম সামরিক বিপর্যয় ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার হ্যাবসবুর্গ সাম্রাজ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্ট্যাডিওন (Stadion) ও আর্চডিউক চার্লস ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করলেও জার্মানিতে যতদিন ফরাসি সেনাবাহিনী অটুট থাকবে ও নেপোলিয়ানের মিত্র হিসাবে জার আলেকজান্ডার থাকবেন ততদিন এই ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না।

নেপোলিয়ানের রুশ অভিযানের প্রথম সংকেত হিসাবে ১৮১১ সালে জার আলেকজান্ডার পোল্যান্ডে রুশ সেনা প্রবেশ করে ও মিত্র সন্ধানের জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সহযোগী হিসাবে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও পোল্যান্ডের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করেন। আলেকজান্ডারের বিরোধী মনোভাব সংবাদ পেয়ে নেপোলিয়ান যুগপৎ ভাবে কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রাশিয়া থেকে ফরাসি বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র বন্ধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটার্ণিক নেপোলিয়ানকে ৩০,০০০ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হলেও গোপনে তার সৈন্যদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখেন। নেপোলিয়ান পোল্যান্ডের সীমানায় ২ লক্ষ সৈন্যসমাবেশ করলেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা বিরোধী জোটকে উৎসাহিত করে। জার আলেকজান্ডার সুইডেনের সাথে বন্ধুত্ব ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের তিক্ততার অবসান করেন।

১৮১২ সালের ২৫ জুন ৪৫,০০০ সৈন্য সহ নেপোলিয়ান পোল্যান্ডের নিমেন নদী অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ ভাবে রাশিয়া আক্রমণের উদ্যোগ নেন। নেপোলিয়ানের আকস্মিক রাশিয়া অভিযান সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মারাত্মক ভুল। একশো বছর পূর্বে সুইডেনের দিগ্বিজয়ী বীর রাজা দ্বাদশ চার্লস পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান বিগত ১৫ বছরে ক্রমান্বয়ে জয়লাভের ফলে তার মনে এমন এক আশার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সমগ্র ইউরোপে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারলে তিনি পুনরায় মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে পারবেন। এমনকি ইংল্যান্ডকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবেন। নেপোলিয়ান রুশ অভিযানে যে গ্র্যান্ড আর্মি গঠন করেছিলেন তার এক তৃতীয়াংশ ছিল বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ফরাসি সেনাদল, কিন্তু রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত এবং রুশ সেনাদের পোড়ামাটি নীতি গ্রহণের ফলে তার বিপুল সেনাদলের মধ্যে মাত্র ১,৬০,০০০ জন অবশিষ্ট থাকে। তিনি সেন্টপিটার্স বুর্গের নিকট স্মলনেট শহরে জার আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সন্ধির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেনাবাহিনী নিদারুণ শৈত্যপ্রবাহে ধ্বংস হয়ে ১৮১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩০,০০০ সেনাসহ রুশ সীমান্ত অতিক্রম করে। নেপোলিয়ান যদি রাশিয়ার ভূমিদাস কৃষকদের মুক্তি দান করতেন তা হলে হয়তো জারের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অন্তর্বিপ্লবের প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু নেপোলিয়ান এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসম্মত হওয়ায় তাঁর অজেয় ফরাসী সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয় ও তার চূড়ান্ত পতন ত্বরান্বিত হয়।

নেপোলিয়ান তখনও তাঁর আত্মবিশ্বাস হারাননি। তিনি ফ্রান্স ও তার অনুগত রাজ্যগুলি থেকে পুনরায় ৫ লক্ষ সৈন্য সমবেত করেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তাঁর চুক্তি ও রাইন রাজ্যসংঘ ও ইটালীর সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট থাকার ফলে তিনি তখনও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসি শোষণ ও তার বিরুদ্ধে এক প্রবল গণপ্রতিক্রিয়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে নেপোলিয়ানের আধিপত্য শিথিল করে। নেপোলিয়ানের অনুগত রাজ্যগুলিকে শুধু যুদ্ধের সময় নয় শান্তির সময়েও প্রচুর অর্থ প্রদান করতে হতো। ইউরোপীয় কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে ওয়েস্ট ফেলিয়ার রাজ্য ছাব্বিশ মিলিয়ন ফ্রাঁ কর দিত। তার মধ্যে দশ মিলিয়ন ফরাসি সেনাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হত। ইটালী ফ্রান্সকে ৩০ মিলিয়ন ফ্রাঁ কর দিত এবং ৪২ মিলিয়ন ফ্রাঁ সেনাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য দিত। নেপলস ফরাসি সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪৪ মিলিয়ন কর দিত। ফরাসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গণ বিক্ষোভ শুধু স্বাদেশিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিদেশি শাসন ও শোষণের অসহনীয় মাত্রা। স্পেন ও উত্তর ইটালীতে ফরাসি শাসন নব উন্মেষিত জাতীয় ভাবধারাকে আঘাত করেছিল। পোল্যান্ডে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনী নিজেদের মুক্তিদাতা বলে তুলে ধরেছিল। অবশ্য জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে অভিজাত শ্রেণি নয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রধান ভূমিকা নেয়। সেজন্য গণ জাগরণের প্রথম পর্বে কৃষকদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোন সংযোগ ছিল না। তবে জার্মানিতে ফরাসি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ সঞ্চার করেছিলেন হার্ডার, ফিকটে, স্লেগেল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। প্রাশিয়াতে স্টাইন, হার্ডেনবার্গ ও হুমবোল্ড সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সংস্কার করে প্রাশিয়ার আধুনিকীকরণ করেছিলেন।

নেপোলিয়ান চতুর্থ কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ১৮১৩ সালে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁকে সহজাত সামরিক অন্তর্দৃষ্টি ড্রেসডেনের প্রাথমিক যুদ্ধে তাঁকে জয়ী হতে সাহায্য করলেও তিনি লাইপজিগের চূড়ান্ত যুদ্ধে (অক্টোবর ১৮১৩) পরাজিত হন। মধ্য ইউরোপে তাঁর রাজনৈতিক আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে। তিনি মাত্র ৬০,০০০ সেনাসহ রাইন নদী অতিক্রম করে ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। নেপোলিয়ান মেটার্নিকের প্রস্তাবিত ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি অনুসারে ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা বহির্ভূত রাজ্যগুলির প্রত্যর্পণ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নেপোলিয়ানের শেষ সামরিক অভিযান শুরু হয় ১৮১৪ সালের ১৪ জুন। মাত্র ১২,০০০ সেনাসহ বেলজিয়াম সীমান্তে ইংরেজ ও প্রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে পৃথক পৃথক ভাবে আক্রমণ করে পরাজিত করার যে পরিকল্পনা নেপোলিয়ান করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিপুণ সেনা পরিচালনা ও সংকট মুহূর্তে প্রাশিয়ান সেনাপতি ব্লুকারের সাহায্য ব্যর্থ করে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরাজয় তাঁর পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ইংরেজ সেনাবাহিনী আটলান্টিক মহাসাগরে দুর্গম সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাঁকে নির্বাসন করে। ১৮২১ সালে নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয়।

৪.৩ নেপোলিয়ন ও বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার

ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিতে বোনাপার্টের বৈপ্লবিক ভাবধারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বেশ জটিল। ফরাসি বিপ্লবের ফল হিসাবে ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে যে গভীর পরিবর্তন এসেছিল নেপোলিয়ান তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে তাকে স্থায়ী রূপায়ণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে নেপোলিয়ানের প্রশাসনিক সংস্কারের মূল্যায়নের মাধ্যমে তার বিপ্লবী চরিত্রের স্বরূপ উপস্থাপন করা সম্ভব।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিশেষ উৎসাহ, আইনবিধি সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন ও চার্চ সংস্কার ফরাসি বিপ্লবের মূলগত পরিবর্তনগুলিকে নেপোলিয়ান

স্থায়ী রূপে ফরাসি সমাজ ও প্রশাসন ব্যবস্থায় বিধৃত করে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে নেপোলিয়ান ছিলেন মূলত রক্ষণশীল ও জনগণের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের বিরোধী। তাঁর শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রজাতন্ত্রের আবরণে একনায়কতন্ত্রের প্রকাশ। ১৮০৪ সালের পূর্বে ইহা কিছুটা আবৃত থাকলেও তাঁর সাম্রাজ্য শাসনে নেপোলিয়ানই এককভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তবে ফরাসি বিপ্লবের উত্থান-পতনের জটিল আবর্তের মধ্যে জ্যাকোবিন বৈপ্লবিক আদর্শ নেপোলিয়ানের প্রশাসনে কিছুটা উপেক্ষিত। নেপোলিয়ানের সমাজ ও রাষ্ট্র পুনর্গঠনের বৈপ্লবিক কর্মসূচি ঊনবিংশ শতকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাদর লাভ করেছিল।

বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ান ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ প্রসারিত করেন। হল্যান্ড, বেলজিয়ামে, জার্মানির অনেকাংশে এবং ইটালীতে সামন্ততন্ত্র ও সামাজিক বিশেষ অধিকার বিলোপ করে Code Napoleon-এর নীতিগুলি প্রবর্তিত হয়। চার্চের বিশেষ দাবিগুলি অস্বীকার করা হয়। রাষ্ট্রকে কর প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, কৃষক ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হল। কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ হল। যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের উন্নতি হল, শিক্ষার আধুনিকীকরণ করা হল এবং দুর্নীতি সংযত করা হল। শাসন-ব্যবস্থার উন্নততর মান এবং গুণানুসারে পদপ্রাপ্তির নীতি প্রবর্তিত হল। এককথায়, ইউরোপের অনেকাংশেই পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তে অত্যন্ত দক্ষ ও আধুনিক ফরাসি শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। ফরাসি বিপ্লবের অধিকাংশ অবদানই চিরস্থায়ী হয়েছিল। এর একটি পরোক্ষ ফল হল জাতীয় চেতনার উন্মেষ। বৈদেশিক শক্তিগুলি বিপ্লবী ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে ফরাসি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়, নেপোলিয়ান বিজিত দেশগুলি যথেচ্ছভাবে শাসন করলে ইউরোপে অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার উদ্ভব হয়। যে জাতীয়তাবাদ নেপোলিয়ানের পতন ঘটাল, তাই উত্তর কালে ইউরোপের উন্নতিসাধনে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। এই জাতীয় চেতনার ফলেই ইটালী ও জার্মানির ঐক্য স্থাপিত হয় এবং বেলজিয়াম ও বলকান রাষ্ট্রগুলি বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে।

ফরাসি বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কালপঞ্জী :

১৭৮৭-১৭৮৯	:	অভিজাত বিদ্রোহ।
১৭৮৯, ৫ মে	:	ভার্সাই রাজপ্রাসাদে এস্টেট জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান।
১৭৮৯, ১৭ জুন	:	টেনিস কোর্টে জাতীয় সভা পত্তনের শপথ গ্রহণ।
১৭৮৯, ১৪ জুলাই	:	বাস্তিল কারাদুর্গের পতন গণ-অভ্যুত্থানের স্মারক।
১৭৮৯, ৫ আগস্ট	:	সামন্ততন্ত্রের অবসান।
১৭৮৯, ২৬ আগস্ট	:	মানুষ ও নাগরিক-এর ঘোষণাপত্র
১৭৯১, ৩ সেপ্টেম্বর	:	নতুন সংবিধান রচনা।
১৭৯২, সেপ্টেম্বর	:	ফরাসি সাধারণতন্ত্র ঘোষণা।
১৭৯৩-৯৪	:	সন্ত্রাসের শাসন।
১৭৯৪, ২৯ জুলাই	:	রোবসপিয়ারের গিলোটিন।
১৭৯৫-১৭৯৯	:	ডিরেকটরি শাসন (থার্মিডোরিয়ান সাধারণতন্ত্র)।
১৭৯৯-১৮০৪	:	কন্সাল রূপে নেপোলিয়ান।
১৮০৪-১৮১৪	:	সম্রাট রূপে নেপোলিয়ান।
১৮০৬	:	মহাদেশীয় অবরোধ জারী।

১৮০৭	:	জার আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ানের মধ্যে টিলসিটের সন্ধি।
১৮০৮-১৮১৩	:	স্পেনীয় উপদ্বীপের যুদ্ধ।
১৮১২-১৮১৩	:	মস্কো অভিযান।
১৮১৫	:	ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পতন।

৪.৪ সারাংশ

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ সমাপ্ত হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। বিপ্লবের সন্তান হিসাবে তিনি বুঝতে পারেননি যে সমগ্র ইউরোপের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ঊনবিংশ শতকে একান্তই অলীক স্বপ্ন। নিছক সামরিক শক্তির উপর স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন ছাড়া কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

নেপোলিয়ানের জীবনের প্রথম পর্বে ইউরোপে বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তার যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল তা পরবর্তীকালে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের ফলে ম্লান হয়। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্ববিরোধিতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা। ইউরোপে বিশেষত ইতালি ও জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার শক্তি ধ্বংস করে এবং উভয় দেশে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেও কোড-নেপোলিয়ানের মাধ্যমে তিনি ওই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণার সংঘাত বাধল।

১৮০৮ সালে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের যুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পতনের পথকে প্রস্তুত করেছে। নেপোলিয়ান এতদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের ভাড়াটে সৈন্যদের বিরুদ্ধে অল্পায়াসে যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। উপদ্বীপের যুদ্ধে তিনি প্রথম জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সেনাদলের সম্মুখীন হন এবং মহাদেশীয় অবরোধ জনিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংঘাত এই জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরও গণসমর্থন পুষ্ট করেছিল।

নেপোলিয়ান মনে করেছিলেন যে, ইউরোপের বিস্তীর্ণ বাজার থেকে ব্রিটিশ পণ্যকে বহিষ্কার করতে পারলে ব্রিটিশ অর্থনীতি দ্রুত ভেঙে পড়বে। মিলান ডিক্রি, ফন্তেনব্লো ডিক্রি ও ট্রিয়ানন শুল্কনীতি ইংরেজ অর্থনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১০-১১ সালে ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তাতে শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ফলে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা জারি করে ইংল্যান্ডকে জব্দ করতে গিয়ে নেপোলিয়ান নিজেই জব্দ হয়ে যান।

বিগত ১৫ বছরে ক্রমান্বয়ে জয়লাভের ফলে নেপোলিয়ানের মনে হয়েছিল যে, সমগ্র ইউরোপে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারলে তিনি পুনরায় মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে পারবেন। ১৮১২ সালের ২৫ জুন ৪৫,০০০ সৈন্যসহ নেপোলিয়ান পোল্যান্ডের নিমেন নদী অতিক্রম করে প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়া আক্রমণের উদ্যোগ নেন। নেপোলিয়ান রুশ অভিযানে যে গ্রান্ড আর্মি গঠন করেছিলেন তার এক তৃতীয়াংশ ছিল বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ফরাসি সেনাদল। কিন্তু রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত এবং রুশ সেনাদের পোড়ামাটির নীতি গ্রহণের ফলে তার বিপুল সেনাদলের মধ্যে ১৮১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩০,০০০ সেনা অবশিষ্ট থাকে। নেপোলিয়ান রাশিয়ার ভূমিদাস মুক্তির জন্য এক ব্যাপক অন্তর্বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতেন তাহলে হয়তো জারের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ত্বরান্বিত হত।

নেপোলিয়ান ফ্রান্স ও তার অনুগত রাজ্য থেকে পুনরায় ৫ লক্ষ সৈন্য সমবেত করেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে চুক্তিও রাইন রাজ্য সংঘ ও ইতালির সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট থাকার ফলে তিনি তখনও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। নেপোলিয়ান চতুর্থ কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ১৮১৩ সালে ড্রেসডেনের যুদ্ধে প্রথমে জয়ী হলেও লাইপজিগের চূড়ান্ত যুদ্ধে (অকটোবর, ১৮১৩) পরাজিত হন। মধ্য ইউরোপে তার রাজনৈতিক আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে। তিনি ৬০,০০০ সেনাসহ রাইন নদী অতিক্রম করে ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ১৮১৪ সালের ১৪ জুন ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁর পরাজয় নেপোলিয়ানের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

৪.৫ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন

১। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের প্রথম কনসাল হিসাবে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলি আলোচনা করুন।

২। নেপোলিয়ান কতখানি বিপ্লবের উত্তরাধিকারী ও নির্বাহক ছিলেন?

৩। সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা করুন।

৪। নেপোলিয়ান কেন মহাদেশীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন? কীভাবে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল?

৫। 'নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য বিপ্লবের বিরতি নয়, প্রসার'—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

৬। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

৭। তুমি কি মনে কর যে, মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা, স্প্যানীয় ক্ষত এবং রাশিয়ার আক্রমণ সম্মিলিতভাবে নেপোলিয়ানের সর্বনাশের কারণ ছিল?

৮। ১৮০৭ সালের পূর্বে নেপোলিয়ানকে বিভিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং এর পর তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল জাতীয়তাবাদী তথা জাতিগুলির বিরুদ্ধে। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ নেপোলিয়নের পতনের জন্য কতটা দায়ী?

৯। নেপোলিয়ানের পতনের কারণ সমূহ আলোচনা করুন।

১০। ইউরোপের উপর নেপোলিয়ানের শাসনের প্রভাব আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

১। নেপোলিয়ানের প্রাক-বিপ্লবী জীবনের প্রথম পর্বকে বিবৃত করুন।

২। প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ানের বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার বর্ণনা করুন।

৩। নেপোলিয়ানের আইন সংস্কারের মূল্যায়ন করুন।

৪। ইউরোপের কেন কোন রাজ্যে নেপোলিয়নের প্রভাব দূরপ্রসারী ছিল?

৫। কোন অর্থে নেপোলিয়ানের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যকে বিপ্লবের প্রতীক বলা যায়?

৬। স্পেনীয় ক্ষত কি? একে জাতীয় অভ্যুত্থান বলা যায় কী?

৭। মহাদেশীয় অবরোধের রূপায়ণে ডিক্রির ভূমিকা কী?

৮। মহাদেশীয় অবরোধের রূপায়ণের প্রধান বাধা কী?

৯। রুশ অভিযানে নেপোলিয়ানের ব্যর্থতার কারণ কী?

১০। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ প্রসারে নেপোলিয়ানের ভূমিকা ইউরোপে কতদূর সার্থক হয়েছিল?

৪.৬ উদ্দেশ্য

ফরাসি বিপ্লবের অগ্রণী নায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সম্পর্কে গ্রন্থের প্রাচুর্য সংক্ষিপ্ত পাঠ নির্দেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হল —

১। Georges Rude-Revolutionary Europe (Fantana History of Europe)

২। Leo Gershoy - The French Revolution and Napoleon.

৩। Markham-Napoleon and the awakening of Europe

৪। Francois Furet-Revolutionary Franch (1770-1870), Black well, 1997

৫। A. Cobban - A History of France, Vol II (Penguin Series)